মহাভারত
dোণপর্ণ

নারায়ণ নমকৃত্ত নরঞ্জন নরকতম।
দেবী সরস্বতী ব্যাস তত্ত: জয়মুদীরয়ং।

জ্বঞ্জ দেনাপতিকরণের মথ।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভাষ্য মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মরি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় তুর হইল পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্যোধন।
হাহা ভীষ্ম শংস করি করিয়ে রোদন॥
মহাশোকে রোদন করেন সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্যোধন॥
ভীষ্মের মরণ কর্ণ মনে পাই ত্রাস।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস।
তোমার জিজ্ঞাসা সত্বে করহ বিচার।
কার সেনাপতি করি কে করিবে পার॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করিহে তোমার॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ।
তুমি মোর ধরি দেহ ধর্মের নন্দন॥
যদি মোর ধরি দেহ কুতুরীত কুমার॥
সত্য কহি শুন বীর সুকলি তোমার॥
এতেক শুনিয়া কহে করণ মহাবীর॥
সদ্ধ কেহন কথা নির্ভয় শরীর॥

মহারাজ কোন চিন্তা না করিহ তুমি।
একলা পাওবৃণে বিনাশিব আমি।
এত বলি দুর্যোধন হরিতম মন।
শীর্ষ আদি করণ্যে দিলেন আলিঙ্গন।
হেনকালে কহে কুপাচার্য্য মহামত।
সার কথা বলি শুনি কুরু মহীপতি।
করণ সনাপতি নহে দ্রোণ বিধান।
পৃথিবীতে বীর নাহি তোমারের সমান।
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে।
অদ্ভুত বলি কহে করণ ধনুশর।
তেত দ্রোণে তুমি কর সনাপতি।
শুনি হা র্তু হে কহে পাশার সন্ততি।
আজি সনাপতি করি দ্রোণ মহারথী।
এত বলি দুর্যোধন চলে শীঘ্রগত।
কুপাচার্য্য অশ্রুখাম। করণ ধনুশর।
শকুনি দুর্যুক্ত সঙ্গে চলিল সত্ত্ব।
হরিতে দুর্যোধন সন্ধে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে ততে উত্তরিল গিয়া।
প্রণয়িতা কহিলেন রাজা। দুর্যোধন।
অবধার কর গুরু মম নিবেদন।
মহারথী দেখি ভীষ্ম কেনু সনাপতি।
উপরোধে মা যুলিল ভীষ্ম মহারথী।
ঘরে কেবল আমি তব চুক্তাহিত।
বরধ পালন কর হ’রে মূর্তাহিত।
সনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কুঠার করি সনাপতি হইবা আপনি।
যুদ্ধনিতি ধরি দেহ এই নিদেশন।
তোমার জিন্ম তারে ধরি নাহি হেন জন।
ধুর্যাধুনে কাতর দেখিয়া গুরু দ্বোঃ।
আত্মাল কহিলেন শুন হুর্য্যাধুন।
সনাপতি হৃদি আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর।
আমি সনাপতি যদি হইব সমরে।
তব বাণ ধরিবে না কর্ণ ধুম্বন্ধরে।
আমার নিয়ম এই শুন নরব।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর।
যুদ্ধনিতি তবে আমি ধরিব নিদেশন।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধন্য।
এত শুনি বলে তবে রাজা হুর্যাধুন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ।
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চরণাঙ্গ করিয়া করিব মহারণ।
ধুর্যাধুন শুনিয়া হইল ছত্তিয়তি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সনাপতি।
জয় জয় শব্দ হয় কটকে গোপাল।
মহাসাগর নানাবিধ বাজায় বাজন।
শত শত জয়ভাদূ বাজে জয়ঙ্গল।
মহাকী হৃদি যেন সমুদ্র-কলাল।
শত শত দামো বাজে বাজে জগরমঙ্গ।
কোটি কোটি লিঙ্গ মারে কোটির কোটিবদ্ধ মুদ্রের রোলে কমপ্য হয় বহুমন্তি।
থমক থমক বাজে বাজে নানাজাতি।
মহামায়া গঠিত করিয়ে সনাগণ।
হৃদত হইল দেখিয়া হুর্যাধুন।
দ্রোণপোষ্ক সুধাস্র আপূর্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
পুরোন বলিলেন শুন ধর্মের নন্দন।
তাহে সনাতনি করি তুমি কর রন।
মহাযোগা তাহেদেন হবে সনাতনি।
সমরে অন্তর শক্তি অকাতব মতি।
এত শনি যুথিত অনন্তত মনে।
অভিষেক তাহেরে করেন সাইকরে।
তাহে সনাতনি করি ধর্মের নন্দন।

হরষিত হইলেন সব যোদ্ধারণ।
বাঙ্গা-কোলাহলে করে কিছুই না শুনি।
জয় জয় শক্তি করে যথেক বাঙ্গা।
বাঙ্গা তুলনী শক্তি অতি স্নাতিত।
বৃষভা বৃষভা বাৎস আর হুমাহুমাত।
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি পুত্রাপ্তী পূজিয় বধন।
এত শনি হরষিত ধর্মের নন্দন।
মহারাজে গর্জন করিল সনাতন।
সৈন্য-কোলাহলে যেন সিদ্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জনে শ্রবণ রূপ হীল।
পাঞ্জাব শর্ত কৃষি বাজান আপন।
পৃথিবীর যত বাদ্য করে আচারদেন।
হরষিত শর্ত রঙ্গিত বাজিল রঙ্গী।
প্রভাতে উঠিয়া দৈনে বলেন ফাঙ্গনি।
রাজারে রথিয়ে সবে করিয়া। যতন।
কোনমতে ধরিতে না পারে যেন রোদন।

ভীম ও হুর্যাধনের কথোপকথন।
হেথায় প্রভূত্বকল্পে রাজা হুর্যাধন।
চরণে অণ্ডে করি রনে আইল তাহন।
রথ ছাড়ি গেল বাঙ্গা ভীমের সনদ।
ভীমেরে প্রণাম করে রাজা হুর্যাধন।
শরণাত্যা শরণে আছেন মহারাজ।
হুর্যাধন কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে।
আঁশ কর পিতামহ প্রসমবন।
সমর করিতে যাই পাঞ্জুপুঙ্গ সনে।
সনাতনি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পন।

শুনি হুর্যাধন বাক্য কুরুংশপতি।
হুর্যাধনে বুঁচাইল মধুর ভারত।
আমি যাহা কহিত তাহা শুন হুর্যাধন।
কদাচি না লজিয়ে আমার বচন।
সকল মঙ্গল হবে পৌরুষ অপার।
পৃথিবীর মধ্যে যন রহিবে তোমার।
তোমা বিবাহের ভদ্র চিত্তি অনুস্মরণ।
এই হেথায় তোমারে যে বলি হুর্যাধন।
আমারে বচন তুমি না করিও অন।
কি কারণে ক্যান করে কৌরব-সান।
দৈনিক অপর্যালোচনা হবে যন শেষ।
প্রাপ্ত পরম গীত্বা। নষ্ট হবে দেশ।
যুথিত রাজা দেখ ধর্মে অবতার।
ভার সহ প্রিয়তে করে ব্যবহার।
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
যুথিতের সম্ভত করিয়া দিব আমি।
আমার বচন কহু ন' কর অন্যথা।
বংশ রঙ্গ। হেথায় তোমা কহি হেন কথা।
নির্যক্ত জাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বংশ করিয়া বিচিত।
বুঝির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সংগপর্ণ পৃথিবীতে তোমার করতন।
কহ আমি যুথিতের আনি এই কথা।
মম বাক্যা না লজিয়ে ধর্মের নন্দন।
ভীম ধনময় দেখ মহাকৃষ্ণর।

জর সহ কোন জন করিয়ে সমর।
পাঞ্জুপুঙ্গের দলে রথ আছেন আপন।
রাজা সহ বিবৃত্তে জিনিয়ে কোন জন।
অতএব তার সহ কে করিয়ে রন।
বংশরক্ষ। হেথায় কহি শুন হুর্যাধন।
প্রভাতে না হয় যদি আমার বচন।
আপনি জিনিস্থা কর চূর্ণাচার্য। স্থানে।
চূর্ণাচার্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমন করিলে, ধানে সকলে কুশলে।
বেদ্যুল্য আনি আমি তোমার বচন।
যতকে কহিলা তুমি সবার কারণ।
ঠাকুরদের অপূৰ্ব্ব রুধির বিবরণ।
না নিঃসন্দেহ রূপস্ব করি অনুদর।
কালে মোহী যেন শোধ না খায়।
সহস্ত রূপস্ব অদ্যাবধি প্রায়।
ক হইবে তাঁহাকে কহিলে ধর্মকালি।
চতুর্দশ নাঘ কৃতী, অতত রমণী।
এত শোন রূপস্ব বলিল বচন।
আকার নিন্দা মোহের কর সর্বমোহ।
কোন দৌজ আমার দেখিলে তোমার সব।
সব নাম দেখিয়া নিদর্শে পাঁচবে।
হী কথা প্রাণে নাঘি চরে খেয়া।
ছোট জলে আঙ্গি এরূপ মন চাহে।
বল পারই ছলে পারি একাক শিষ্যের।
নাঝি আপন পারি বুয়ে মোহ কিসে।
মুখুষ হীরে কেন তাহি পাঁচবের বশ।
আর নির্ভর সমরে রহিব তরু যশ।
শোকে না করিয়া কিছু করিলাম ভোগ।
এবং তে হয় কর্ম দৈবতের সংযোগ।
পাপ করিয়া আমি আপনি বিচারি।
নাঘি দৈবতের কথা; বলিয়া নাঘি পারি।
এত বল রূপস্ব হইয়া সহায়ক।
রূপ দুর্লভানায় ল'য়ে চলে শীর্ষক।
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল সুবিধ।
দেখিয়া চাহিয়া তবে বলিল বিবিধ।
কলপ্রাণী হইলেক বৃহস্পতি রূপস্ব।
অতএব নাঘ শুনে কাহার বচন।
নিদ্রা জানিুর হীল কুরুকুল অস্ত।
দিন চূড়া তিন মধ্যে মাজিবে সমস্ত।
এত বলি ভবিষ্যদ নিশ্চিতে রহিল।
প্রত্য ল'য়ে দুর্লভানা রূপস্ব গেল।

সমুদ্র হীল।
চূর্ণ করিলেন দেীৰ্ণ মহাশয়।
ভদ্রতে বিবিধ বুঝি দেবে সাধ্য নয়।
রথে আলোহুক করি আলোহীন বীর।
'নদনবিজ্ঞী দ্রোণ নির্জ্জী শরীর।

রূপস্ব দেখিয়ে আলোহীন দুর্লভান।
হইলেন বাহির সহিত নাগাল্য।
করিয়া মকর বুঝি বীর ধনঘঞ্জ।
কালে আলোহীন সহ মৃত মহাশয়।
চূর্ণ দৈহিক কোলাহলে, নৌকা গওলে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কওল।
বাতাশে আঁদই নাঘি শুনি কালে।
পৃথিবী কিন্তু অর্থ পার গভীর গভীর।
মুখুন্ত যোদ্ধার ছাড়ি কৃত্তি।
বজসের সমান শুনি ধনুক টকার।
পদার্থ পদার্থ অগ্রে হইল সংখ্য।
পার গভীর যুদ্ধ বিশ্বাস বহন।
সোম গভীর যুদ্ধ হুয় অধিরাম।
সাধকে সহিত করণ করে সংখ্য।
তীব্র দুর্লভানা যুদ্ধ অশুভ হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে অশ্বচ্ছ মানিল।
নকুল সহিত যুদ্ধ করে হৃঃপালন।
সহদেব বকুলকে হীল মহা রঙ।
কৃপাচারী সহ যুদ্ধ পকাল রাজন।
রুষ্ট হুয় সহ অশ্বচ্ছ করে রঙ।
মদরপঠী সহ যুদ্ধে চেনতাত্মা বীর।
বিষাদের সহ যুদ্ধে স্তাপ কাশিসি।
এই সময়ে জনে জনে বয়ে সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি যোদ্ধায় অবর।
মহা বাতাশে দেখি রুধি যুদ্ধ পড়ে।
প্রজল অস্তে নৈমিত্র রূপস্ব যুদ্ধ।
ডুই পুখ্রে সাতার নৃদ। বঙ্গ পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে বাপারে।
জমেজয় বলে সুমি কথা আবার।
সংস্কৃতে কহিলে, কহ করিয়া বিষ্ণু।
হামীতাত্মের কথা অমুক সামন।
কাশিসি কহে শুনে পুণ্যবাণী।
হেইল সংগ্রাম-স্বল্প সব অগ্রিময়।
পলায় সকল দৈন্ত রণে নাহি রয়।
এড়া বরণ বাণ ইদ্রের নন্দন।
নিমিষে নিবারণ ঘোর হতাশন।
জলেত হেইল পূর্ণ সংগ্রামের স্বল্প।
শোকাকৃতি নিবারিত দ্বোচ মাহবল।
বায়ু অল্পে নন্দনে করিয়া অপ্রিয়।
আকাশাত্র নিবারণ পার্থ মহাবর।
তবে অতি ক্রোধার্থে বীর ধন্য।
চারি বাণে কাঠিলে স্তার চারি হয়।
চারি বাণে ধন্য কাটি করিলে খণ্ড।
চুই বাণে কাঠিলে সারধির যুগ।
আর দশ বাণ তার তার। হেন ছুটে।
আচার্যের বুকে অষ্ট্যনের বাণ ফুটে।
বাণাহাতে দ্বোচাচার্য হেইল বিকল।
হাসাকার শব্দ করে যত করুণবল।
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
রথ লাগের নারিকে সন্ন পলাইল।
দ্বোচ ভঙ্গ দেশি তবে পার্থ মহাবর।
বাণুস্তি করি সৈন্য করেন অতিবর।
জীম দুর্যোধন দোহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে হইলা অন্তর।
গদাযুক্ত করে দোহে, দোহে গদায়র।
হৃষ্ণুকার শব্দ ছাড়ে মহাভারত।
বায়ুর সমান গদ। ফিরায় মঠকে।
মহাকৃত্রে হুইজন এথারে দোহাহেক।
দোহাহ প্রহার কাঁপে। নাহি লাগে গায়।
কেবল হেইল যুদ্ধ গদায় গদায়।
রাশি রাশি পড়ে খানি মাহাতে অনল।
চমকিয়া উঠে কুরু পাঘোর দল।
পর্বত পড়িল যেন পর্বত উপর।
ধুইজনে দেখা যায় ছুই মাহীর।
জ্ঞান হেইল দোহায় কাহীয়। এরাহ।
নিমিষে হেইল ধুতরাষ্ট্রের কুমার।
যুদ্ধ তাবি দুর্যোধন পলাইয়া যায়।
রুকোদর বীর তার পাহে পাহে ধায়।
দোপল্লু।]

দেবীঃ দেবীহিংসা শুন রক্তমুকুটাং বদনে সমদ্বিগতা। ৬০২

দেবী তবে ধাইল যতক্ষণ যোগ্যতা।
টিরের উপরে যাতে বাণ বর্তমান।
গদা লাটে রূকদার বায়ুমণ্ডলে ধায়।
রণ গজ চুর্ণ করে সমদ্বিগত যে পায়।
ভবে মাত্রারিত্বে বীর হইয়া কাতর।
মুর্কিকারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর।
হস্তিগণে নিষ্ঠুর মাত্র সন্ন্যাসী।
টিরের উপরে যে আইল শীত্যগত।
রণ এড়ি গদা লাটে ধাইল সম্পূর্ণ।
রঙদের পাল দেখি ব্যায় যেন ধায়।
শিষ্ট শত হস্তী বীর মায়া এক দোয়।
স্তারের প্রাণে গদা আমি হয় খণ্ড।
তাহা নির্বাহী বীর ধরি করি গুঢ।
আন্তরীক্ষে ঘোরায়ী ফোলাই কুঞ্জরে।
মীর বায়ু যেন রহে গগন উপর।
ভাগ গদা ফেলাইল শুধু ছৈল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর রূকদার।
হস্তীর উপরে হস্তী মায়া ফেলাইল।
হস্তী হস্তী চন্দ্রকে পড়িল চুর্ণ ছৈল।
শূন্যস্থল জীবিংক্ষা যুদ্ধ রশমাতে।
চৈন বীর নাতি দেখি, অজ্ঞ ধরিয়া যুদ্ধ।
মহাকোচে রূকদার ছৈল তন্ত্র।
অবলম্বন মায়া দশ সহস্র কুঞ্জর।
রণগত রূকদার নির্বিচার ছৈল।
দেবীয়া দুর্যোধনের পুত্র অনিতে ধাইল।
নানা অজ্ঞ প্রাণের তীরের উপর।
কর্ণের দেবীর ধায় বীর রূকদার।
নূতন থাকে মারিল রথত চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে দিল যমলয়।
নামকোচে লাঘির মায়া রথত উপর।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর।
রথ চূর্ণ দেখি পলাইল কর বীর।
টিরের সম্বুচনে আর বেদ নহে স্বর।
নিরিধিত রূকদার সংগ্রাম ভিতর।
রথ চুলি মায়া আর রথের উপর।

দেই দিকে রূকদার ক্রোধদূষ্ট ধায়।
হস্তী হস্তী ধরে রথী সকল পলায়।
ভারত যুদ্ধের কথা কে বলিতে পারে।
অদূর দেখিয়া। দেবগণ কাপে পড়ে।
হেনকালে অস্ত গেল দেব মিলিত কর।
কৌরব পান্ডু গেল আপনার যুত।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

কৃষ্ণের সহিত হর্ষামৃতে তুষ্ণ যুদ্ধ।
পরদিনে প্রাণভাণ্ডে যত বীরগণ।
সনেত্র চালিল সবে করিবারে রণ।
ব্যোজাগণ চালিল চাড়িয়া বিজয়।
গজবাহী পদাতিক চলে যুদ্ধ যুদ্ধ।
হস্তী হস্তী মলে মলে মহামূর্ত করে।
অনে আসোয়ার যুদ্ধে নানা অব ঘর।
হেনকালে পলায়ন রূকদা আগে করি।
রণশূলে আইলের হাতে ধন্য ধরি।
গগন ছায়া বীর এড়িলেন।
কোটি কোটি সনাতন তাজলেক প্রাণ।
কোজেতে অজ্ঞ যেন দীপে যত্ন।
প্রাণ লাখে। পলায়ন যুদ্ধ সনাতন।
সনেতার দেখি তবে রাজা দুর্যোধন।
কৌরবের রথে চাী করিল গমন।
অজ্ঞ উপরে মায়া পুরীত সনাতন।
একেরে প্রাণভাণ্ডর দশ গোটা।
বীর অর্কািতে ধর্ম করে জন জন।
ছয় বীর মারিলেন পূরিত সনাতন।
ছায় বীর এড়িলেন যেন রমস্ক।
সরবের মাথা কৌটি কৌটি জন জন।
নিরীখিত দুর্যোধন কখনও অনেক।
রথ এড়ি গদা লাটে ধাইল সম্পূর্ণ।
গদা ফেলি মারিলেক অজ্ঞেনের রথে।
দারুণ প্রাণভাণ্ডে রথ লাগিল কাপিতে।
কোপেতে অজ্ঞান যেন অনল সমান।
ধূমোধেন হঠায় করিল শল্য বাণ।
বাণায়ুতে ধূমোধেন মহাকপ্লম্বান।
বেগে পলাইয়া যায় লাইয়া পরাণ।
বাণায়ুতে যথিক্ষ হইল ধূমোধন।
রথ লয়ে সারধি যোগায় সাইকণ।
রথে চড়ি পলাইয়া যায় ধূমোধন।
দেখি ক্রোধে অগ্নিপ্রদ চোপের নন্দন।
ধনজায় অশ্বথায় হয় মহারণ।
ভিক্ষীয় মানিস্য চায় যতে যোকাপাণ।
সন্ধান পূর্তী অশ্বথায় মারে বাণ।
অর্ধপথে পাষ্ঠে করিল কন্থন যান।
তবে ধনজায় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌপীর উপরে করে বাণ বরিষ্ণ।
বুরট্টার বাণে বাণ করে কৃষণ।
নিমিষেকে নিবারিল চোপের নন্দন।
বাণব্যবহার হইল তবে বীর ধনজায়।
মহাকোপে পুষ্প করেন অন্তম।
বাণায়ুতে অশ্বথায় যথিক্ষ হইল।
মৃত্তিক হইয়া বীর রথেতে পড়িল মৃত্তিক হইলে রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল অশ্বথায় যোকাপাণ।
তবে দ্বিজায়ন বীর দেখি পুোকাদে।
হস্তীর উপরে চড়ি চালিল সম্বর।
দ্রৌপীর কোপে বলে ভীমবীর।
গদায়ুতে আজি তোর লোটার বহির।
চোপের মানস করিব আজি পূর্ণ।
এত বলি গদা লয়ে ধায় অতি তৃষ্ণ।
হস্তীর উপরে গদা করিল কৃষণ।
পূর্বীতে দদি দিয়া পড়িল বারণ।
হস্তী যদি পড়িল পলায় দ্বিজায়ন।
ঈশ্বরের মধ্যেতে পশি সারিল জীবন।
তবে পুোকাদে বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদায়ু প্রহরে মারে রথ রতিশ্ণ।
তবে অশ্বথায় বীর ধায় শ্রদ্ধগতি।
মুখ করিবারে বাণু তীমের সংহতি।
ছেতায় সংগ্রাম করা পার্থ ধ্রুবপতি।
কোটি কোটি কালিলেন দৈব নিরন্তর।
অক্ষুন্নের বাণে স্মর নহে সেনাগণ।
দেবিয়া যুক্ত তাহে রাজা ধৰ্যোধন।
দেবগণে দাবিয়া তবে বিল্লিল বচন।
সেনাপতি তোমা করা করিলাম আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিনা করিলে আঘাস।
আজ্জিকার যুদ্ধ পূর্বে না দেখি নিন্তার।
তীম ধনজয় করে সকল সংহার।
সেনাপতি করিতাম যদিপি করিয়ে।
এত দিন করিয়া গিয়া যুদ্ধিষ্ঠির।
দাবিতার দেখি তোমা ফৈত্ত সেনাপতি।
উপরের দেখি যুধ মরি তব মতি।
তোমার শিকিত অত্র অক্ষুন্ন পাইয়া।
তব অন্ত্র মারে সেনা দেখ দাগুড়িয়া।
একক শুনিয়া গুরু কোপে হতাশন।
দাবিয়া বিল্লি তবে শুন দুর্যোধন।
পূর্বেতে তোমায় আমি কহিন্ন আপন।
ত্রিস্ব প্রাণ আমি কহিবা কর্ষণ।
সেনাপতি যোগ্য আমি না হই কথন।
আমার বল কর নহে প্রয়োজন।
এত বলি দাবিলেন আপন নদন।
ছোধ করি যায় দ্রোণ উপস্ফুক্ষিয়া রন।
তব দুর্যোধন করণ শকালী লইয়া।
আঙ্গি হইতে গুরু পড়িতে পাড়িত আসিয়া।
শকালী বিল্লি গুরু কর অবধান।
শ্রীবংশের হুর্যোধনের করে অভিমান।
হুমি যদি উপস্ফুক্ষিয়া চলিরা ভবন।
আহা করা রাজা হুর্যোধন যাক বন।
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
হুর্যোধন হুর্ত দেখি বাধিত হয়।
ছোধ বলি কহিলাম পূর্বেতে তোমারে।
অক্ষুন্ন না থাকিলে ধর্বিয়া যুধিষ্ঠির।
অক্ষুন্ন সমুখে যুদ্ধে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্মির।
চর্চারুহ করে তবে অকুল মানসে।
মনেতে পূর্ণি করি অন্ত চারি পাশে।
বুধ্যুথে জয়ধর্ম রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে করিয়া গণেন।
বহ রথ রথী হস্তী অশ সনাগণ।
বুধ্যুথে জয়ধর্ম রহে সচেতন।
তাহার পশ্চাৎ রহে মহাশয় দ্বোণ।
চুই পারে' অর্থায়া সুর্য্যের নন্দন।
খানে খানে রাখে দ্বোণ মহাবীরগণ।
বুধ্যুথে অভয়নহ রাজা চুর্য্যোধন।
পশ্চাৎ রহিল রূপ শল্য ভগদত।
সবে রণে পরাক্রমী রণে মহামতি।
দেবের অজিত বৃহ তাহে সমাবেশ।
সহস্ন না হহ কারণ করিতে প্রবেশ।
চুই দলে মহাযুত হয় গালাগালি।
সৈন্যে সৈন্যে সমর বাজিল রণধলী।
সৈন্যে সৈন্যে মহাযুত হৈল আগান।
গজে গজে মহাযুত আর পাচু আন।
রথে রথে হৈল যুদ্ধ অশে আদোয়া।
হোড়াদুড়ি রপ্তানে হৈল মহামার।
চন্দ্ররুহ করি দ্বোণ করে মহারণ।
নিমিত্তে নিনাইলি যত সৈন্যেন।
দোনের বিকজনে সনাগণ নহে বির।
সমুখ হইয়া যাৰে নাহি হইন বীর।
সংগৃহীত রহিলে পার্থ মহান মতি।
হেথা সেনা বিনাশে দ্বোণ যোন্ধাবিপতি।
একেলে রুকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ।
যুধিষ্ঠিরের ধরিয়া যান দ্বোণ বীর।
নাহি ক সমর কিছু নিরবেশ শরীর।
যুধিষ্ঠিরের উপরে করেন শরুরতি।
বাণে আকার্ণ কৈল নাহি চলে দৃষ্টি।
সহিতে না পারি বড় হইলা ফাঁপর।
মুখর্তেকে যুধিষ্ঠিরের করিয়া। সমর।
দশ বাণ এষ্ট দ্বোণ রথের উপর।
চুই বাণে কাটি পাটী ধরু মনেহর।
চারিবাণে কাটি পাড়ে সারথিক মুখ।
চারিবাণে চারি অন্ধ করিলেন খণ্ড।
অচল হইল পথ দেখি দ্রোণ বীর।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুদ্ধিতে।
'দেখিয়া কৌরবগণ হরিয়া অন্তর।
ধন্য ধন্য করি দ্রোণে প্রশংসে বিস্তর।
আজি ধরা গেল ধর্মরাজ গুরু হাতে।
আজি মম মনোরথ পূরে ভালমত।
রাজার সংগত দেখি দুর্বলভাব বীর।
আগুলি দ্রোণে আসি নিবন্ধ শরীর।
দ্রোণের উপরে এনেল আক্রণ।
গগন ছাইল বাণে না দেখি তপন।
অনুরাগে যুদ্ধিত হইল কম্পিত।
ন্যূকের রথে গিয়া চড়েন তরিত।
দ্রোণ ধৃষ্টদ্বগ্নে হয় অতি ধোর রণ।
সূরতে ধারিয়া তাহা দেখো রাজন।
ধৃষ্টদ্বগ্ন বাণ এড়ে তারা হেন ছুটে।
দ্রোণের ধুলুক বীর চারিবাণে কাটে।
আর ধুলু বাণে এড়ে অচিনিতে।
ধুলুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের আগেতে।
আর ধুলু লম্ব এড়ে দ্রোণ গুরু দিয়া টানে।
সেই ধুলু ধৃষ্টদ্বগ্ন কাটে এক বাণ।
পুনর্বিপাক ধৃষ্টদ্বগ্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবর কাটি, করে খান খান।
আর দশ বাণে হরিয়া তরিত।
বাণায়তে দ্রোণাচার্য হইল মুখিত।
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাঞ্চবর দলে বড় আনন্দ হইল।
তবে কতক্ষণ দ্রোণ পাইল চতুর।
লাজে ভরাজপুত্র মলিন বদন।
কৌরবে এক ধুলু লম্বে দিলেন তমাসার।
শদ্দেতে লাগিল তালি করে সবাকার।
সঞ্চার পূর্ণ এড়ে দিয়া অত্র্যে।
নিবারণ বাণে বাণ পাঞ্চাল নমন।
তবে মহাকামে দ্রোণ হেল কম্পান।
একবারে প্রহারিল ভাঙ্কা দশ বাণ।
বাণায়তে ধৃষ্টদ্বগ্ন হইল মুখিত।
কবর ভেদিয়া অঞ্জ হইছে মোহিত।
রথেতে পাঙ্গল বীর হইয়া অমল।
রথ লইয়া সারথি খুল পাঞ্চাল।
মুঢ়া তোজি উঠে বীর দেখে পলায়ন।
সারথিয়া নিন্দা করিব বলেন বচ।
সম্মুখ সমরে ভাত ফিরাইল রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ আমি নহি কি তেমন।
এইচে দ্রোণে আমি বিনাশিত রণে।
কাট রথ লহ শুন দ্রোণ বিহিতান।
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেঁধে।
অবলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য আগে।
পুনর্ব মুখামুখি দৌহে হইল সমর।
দৌহার বাণ গিয়া চড়েন অর্ধ।
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অন্ত জানে।
ধৃষ্টদ্বগ্ন দুই ধুলু কাটিয়া বাণে।
ধুলু যদি কাটি গেল অন্য ধুলু লয়।
সেই ধুলু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয়।
যত ধুলু লয় বীর কাটে পুনর্বাহ।
কৌরবে শেল হাতে নিল ডুপলকুমার।
হিঙ্কারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যতেরু যায় শেল ততদুর জলে।
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ি দিয়া বাণ।
পাঞ্চ বাণে শেলপাট করে খান খান।
শেল যদি কাটি গেল ডুপলকুমার।
চিন্তিয়া তাহেন মনে সকলই অগার।
লাজ দিয়া ভুমে পড়ে লয়ে অসি ঢাল।
সমুথে পড়িয়া তবে বলেন ভাল ভাল।
ভাঙ্কি কাটিয়া বীর উত্তে দ্রোণ রথে।
চারি অধ কাটিলেক অধিক্যিরা হাতে।
সারথি কাটিয়া, দ্রোণে কাটিয়া বায়।
চমৎকার সর্বভুক্ত একপুষ্ট চায়।
অঞ্চলস্নেহ বাণ গুরু করিয়া সন্ধান।
অসিচর্চ কাটি তার করে খান খান।
আর দশ বাণ গুরু মায়ে বায়ুবেগে।
দণ্ডবাণ ধৃষ্টদ্বগ্ন হুমদঘুমে লাগে।
টোমার পপান্ত যাবে তাই আদি করি।
সবর আইস পৃথ দ্বোনের সংহার।
অন্ধের জীবন তুই নয়নের তার।
না দেখিলে তোমা ধন করেন হই হার।
প্রাপ্ন পাঠাইয়া র'ব সংশয়ের স্বান।
তোমার পপান্তে যাবে যত যোগ্যাগণ।
এত বলি শিরে রাজা করেন চুন।
প্রাপ্নিয়া ধন হতে দেন অলিঙ্গ।
কিশোর বয়স এই নব কলের।
ছিলেন যোগমোহন রূপ অতি মনোহর।
অগুনু চন্দন গায় বয়ূ বহে পল্ল।
জুবনবিশ্বা বীর নহে নিরামল।
মণি মরক্ত আদি আভাসে গায়।
হেরিলে জুড়া আঁথো আপন পলায।
পিতাভূষণ পরিধান হতে শরধূ।
সাহসে সিংহের প্রায় দোষী হবী তন্মু।
রাজাকে কহিল বার না করিহ ভয।
করিব সমরে আদি রিপুগণ ক্ষয।
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রাঘ ধৃতদর।
দ্রােন না মারিয়া আমি না আসিব ঘাঘ।
এই স্তব কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন একেক কাষ্ঠ।
এত বলি যুথেতে চলিয়া বীরবর।
সারথিতে বলু তথ সার যুগ সত্তর।
সমস্ত সারথিতে বলে করিয়া যোড়কর।
এক নবেদন মম শুন ধৃতদর।
অত্যন্ত বয় তব নব যোদণ।
দ্রােন মহ তামার উচিত নহে রূপ।
যমের সমান হন দেখ দ্রােণ বীর।
বানায় তে যোগ্যাগণ কেহ নহে স্বর।
এতকে শুনিয়া বীর ক্রোধে হতাহ।
সারথিতে চাছি বলে কার্য গর্ভন।
কুঠার্ন ভাগনা আমি অজ্ঞুন তন্ম।
জিতজিত যুদ্ধেতে কাহারে মের ভয।
দ্রাঘের সাহস আজি করিব সমর।
এক বাগে তাহারে পাঠাব যমঘর।
চিন্ময় করবামে ধারণাটিী সমষ্টিকম্ব।

অভিসম্পাল যুদ্ধার্থ।

রুঘি প্রবিশিল যথে অভিমান্যা বাঙ।
ভীম আদি প্রায়াগণ হইল অষ্ট্রে।
নাহি বিল জয়তি প্রবিশিতে পথ।
চিন্তাকুল হল বড় পড়িল বিদ্ব।
রুঘি ভেদি গেল পুরু নিশ্চি বাড়িঙণে।
তাহাতে কহিল শুধু নিখর না জানে।
জানিয়া সখু সৈন্তমায়ে গেল রনে।
সকলে পড়িলে রণে পাইয়া কেরমনে।
হেথা না দেখিয়া বাঙ সৈয়হ নিখু পাশ।
জানিয়া মিল্টু নিধি করিয়া নিরাশ।
উপয়া কি আছে আর অপারের সিদ্ধ।
পালিয়াছি পার নাহি বিচি মাত্র বঙ্কু।
এ দিব সাহস করিয়া মহাবর।
বান্ধুঠাকী করি সৈী করিয়া অনুধর।
এ রেখে অভিমান্যা করে মাজার।
দেখিয়া কোনি করে হার্কাঁই।
চৌকি বেষ্টিত মত কুরিনদেখান।
সিঙ্গর মধ্যে যেন পোহ পাক। রন।
না জানে বলক সেই নিখরের সৌন্দ্র।
মীন যেন পাড়ল হইয়া জালে বন্ধ।
তথাপি অভতি ধিক লইলেক হাঁটে।
শাসিত কিয়া সৈয়হ মেম এক রেখ।
জলদ বিরুষে যেন কালে বিলিয়।
ঝাঁকে ঝাঁকে অতি পড়ে ক্ষমা নাহি তায়।
মাত্রত মাত্র পড়ে তুকুর বঙ্কু।
কোটি কোটি সৈয়হ মায়ে সংগ্রে আতুর।
অলস না হয় তক্তু পাণী বলক।
সৈন্তর্ণা দেখে হয় হইয়া পাবক।
প্রকাশেন পরাক্রম নাহি তার সামা।
বথায় বথে বাঙকের বিরহ মহিম।
একমাত্র ধ্বংসের গুঁলে পথ রঙ।
না পারে সমুদ্রে কেহ করিয়ে সদান।
কুমারের একপ্রথম কথা করে।
চিন্তাকুল দুর্ঘোধন বিষাক বরন।
হনকালে উলুক ছুঁশাণনের নন্দন।
অভিসম্প সহ গেল করিরার রণ।
আইল সমর হেতু অভিসম্প সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতন।
দেবিয়া আঞ্জদুনি কোলে অনল সমন।
গল দিয়া বলে তুই বড়ই অচল।
কে দিল করুণি তোরে হৈল অৰ্দ্ধশাপ।
এই দেশে দেখাই আমার প্রতাপ।
তাজ আশা, কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলাষ না হবে এই পাঠাই তোমারে।
এত বলি ইচ্ছিত করিয়া এড়া বাণ।
তাহার বিক্রমে উলুকের উড়ে প্রণ।
এক বাণে ধ্বং কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণ পাড়ে সারিধে মুখ।
চারি বাণে কাটিলেক রথের চারি হয়।
চুই বাণে উলুকেরে দিল যমালয়।
উলুক পড়িল যদি লাগে চমৎকার।
কোনের যোদ্ধপান করে হাহাকার।
করি বহু বিলাপ কোনে ছুঁশাণন।
এক যোদ্ধাপতি মম উলুক নন্দন।
বর্ষশীল দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না বাইব আমি বাইব কাননে।
তবে রুখসন বীর কর্ণের নন্দন।
আঞ্জদুনি সুহিত গেল করিকারে রণ।
করিয়া অনেক দপ রুখসন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর।
অভিসম্প সহ তবে করে মহারাণ।
দেখি কোপে জলে বীর কর্ণের নন্দন।
কাটিল রথের রাজ মারি তুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ করে খান খান।
আর দুই বাণ বাঁই এড়া আচ্ছিদিত।
নারায়ণ মাথা কাটি পড়িল জুমিতে।
অর্জুন বাণ এড়া অজ্জন তনয়।
এক যায়ে রুখসন তৈল মুঠপ্রায়।
পুত্র ভঙ্গ দেখি তবে কর্ণ মহাবীর।
ক্ষোদ্ধতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল আহির।

বহু বিলা প্রের কর্ণ সূধ্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল তবে করিকারে রণ।
বাহির বাহির কর্ণ এড়া অত্রণ।
অন্তর বর্ণ করে বীর অজ্জন-নন্দন।
তবে কোপে অভিসম্প এড়া দশ বাণ।
কর্ণের রক্ত কাটি করে খান খান।
কর্ণ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মুচ্ছিত হইয়া কর্ণ রক্তেতে পড়িল।
মুচ্ছিত দেবিয়া রথ করিয়া সারিধ।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি।
তবেত লক্ষণ দুর্যোধনের নন্দন।
অভিসম্প সহ গেল করিকারে রণ।
যেইক্ষণে আগু হৈল ভান্তুশঃরূপ।
অভিসম্প বীর তারে বলে ক্ষোদ্ধত।
হিতবাক্য বলি তেজের ভাইয়ের লক্ষণ।
এমত কৃষ্ণ তোমারে দিল কোন জন।
বাণের হুঁলাল তুই বড় প্রিয়তর।
না কর সমর তাই মম বাক্য ধর।
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সন্ধে না যাইবে কেহ।
এ স্থখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ।
আমার বচন ধর না করিও রণ।
ইতি বদন জনক জননী খুড়া ভাই।
মরিলে সমখ্য আর কাৰ্য্যে সঙ্গে নাই।
ভালরূপে দেখে ভাই সবার বদন।
মম সঙ্গে রণে তোরে অশ্ব নিখন।
ক্ষব্ধ চাহে আমারে যে হইয়া কাঁপে।
হইলে পরম শক্তি ডর নাহি তার।
অভয় বিলাপ তাই বিলাপ তোতী।
সবধর্ম সমর চলিয়া যাহ ঘর।
তোমারে বিলাপে নিশ্চিত হবে কোন কায়।
বরং হবেন রূপ শুনি ধর্মনাগর।
সাহসে দেখিলে যত কর্ণের বড়ই।
পড়িলে আমার ঠাই আজি রক্ষা নাই।
পলাইয়া গেল নারি সুহিতে সমর।
বাখানে কোরেকান যাবে নির্বর্ত।
পিবেকী রোধিন্দ ধারাং নিজকর বিনিগততাম ||

দত্তা চেলিব করন দৃষ্টির মাঝা ||
গঞ্জীরা হয়ে ধর্মরাজ অগ্নি ||
তব বলি রক্তবর্ণ চোখ হৃদয় রাগে ||
আম বলিল আর না কর নড়াই ||
বিবেকে এড়াইব মোর চাপাই ||
নিন্দি কহিল তবে অর্জুন নন্দন ||
মুকের গলা বাণ যুদ্ধে সেই গৃহণ ||
তব লাগে রথ পত্র হৃদয় সংহত ||
মর এই বাণে কাটে সারিয়ার মুখ ||
মর এই বাণ এড়া কি কপিল কথা ||
পড়ে কাটি পাদী লক্ষণের মাঝা ||
দগ্ধ হৃদয়ে শোকে হৃদয় অচেতন ||
দম কঁড়তি দিয়ে করিয়ে রোদন ||
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর ||
হাড়কার করে রাজা হইয়া কাটার ||
হাতের মরে দেখি পতাকার হেরে ||
স্তন্ত ধনু করি গেল অভিমুখে আগে ||
সেই বেগে আরও হৃদয় পালনবর ||
এই বাণে কাটিলেক অর্জুন কেজর ||
যুদ্ধশ্রেষ্ঠ যুদ্ধে হৃদয় সংহত ||
দত্ত পড়িয়া রাজা করে হাড়কার ||
দৃষ্টি শেখে হৃদয়ে মহামর ||
গোবিন্দ কেলে নগর অর্জুন কেজর ||
দুই পুত্র শেখে রাজা শোকাতুল মন ||
কের গলা করি ধার করিয়ে বলে ||
আর্জুন বলিল আর করে নাহি চাই ||
দুষ্ট শত্রু ক্ষেতে তোরে যদি পাই ||
দুঃখ হংস দিলে পিতা আদি পঞ্জন ||
পঞ্জনে পাশায় জিনি পাটাইলে বেল ||
নেহা আদিপিত, তব নব অধিকার ||
হত অকাত্য বিধি করত সেবে আর ||
পানে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয় ||
র্জিতে মধু কুরু মহাময় ||
না করিয়ে অবজ্ঞা বলিয়া শিশু মোরে ||
বিন্ধিয়া যাহতে সাধ না কর অস্ত্রে ||

এত বলি বাণ এড়া পুরীয়া সন্ধান ||
গাদা লক্ষ্যে মারিয়ে তুষ্ণ দশ বাণ ||
দশ বাণে গাদা কাটি সহ খেলিল ||
তুষ্ণ তুষ্ণ গোত্র অঃ প্রাহারিল ||
বাণাতে দৃষ্টিকান্ত ময়িত অন্তর ||
বেঁশে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ||
অভিমন্যুর বলে রাজা না চাহি তেমাছায় ||
পলাইয়া যাও কেন শুগালের প্রায় ||
ক্ষণে ধানিয়া যুদ্ধ কর মহাস্থ ||
অজি তোমা পাটাইয়া শরনালয় ||
এতেক বলিয়া গঙ্গে অর্জুন শতময় ||
পলাইল দৃষ্টিকান্ত ময়িত গদন ||
এক রথে ভ্রমে হীরে অর্জুন কেজর ||
নাহিক সমর কিছু নির্ভয় অন্তর ||
গান্ধ চাইয়া বাণ করে অন্ত্রযুগ ||
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দুষ্ট ||
অমর সমর্ধ বাণ, বাণ ভাষ্কর ||
কোশিক কৃপালা বাণ আর রুদ্রকাল ||
অক্ষরধ গুরু তোমর তর শর ||
বারণ হত্তিয়া বাণ সমরে দুর্যঙ্ক ||
কহেন স্মতে অগ্রিয়া পুত্র দেশনন্দ ||
কহেন স্মতে মহাবর বহিয়ে পবন ||
কহেন স্মতে সমগনে আরিম আর্জি ||
মূলনাবরায় বৃষ্টি শীতে কাটায় ত্রভ কাল ||
চাকিল রবি তেজ হৃদয় অঙ্কার ||
চারিকেকে অত্র পাড়ে না দেখি নিতার ||
কুলের সাফল্য অর কেলে কাটি কার ||
ক্ষয় সহ বাকাহ কাটে আমার ||
কাহারা কাটিল মুখ কুখ্যল দৃষ্টি ||
নাসা জ্ঞাতি কাটিল দেখিতে বিগ্রহাত ||
বাণাকাতি করিয়ের প্রজ্ঞা দেখান ||
কাহারা কাটিল পাদে পদ হুইখান ||
অস্ত্রাঘাতে কেন বীর করে হাটাটি ||
কাটিল পাড়ি কার দল এই পাতি ||
দেখিয়া কোরবগন করে হাড়কার ||
অভিমন্যু একাকী করিল মহাস্থ ||


ঋ-১০
এক শত সহোদর রাজা জ্যোৎসৃষ্ণ।
তাহার সবাকার যথা অংশিল নন্দন॥
একে একে অভিমুখ করিল সহার।
দেখি জ্যোৎস্নার রাজা করে হাস্যকার।
মুনি বলে শুন পরিকীর্তন তনয়।
ধ্রুতরাস্ত্রে সব কথা শুনয় সঙ্গে॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনেকের কথা
হইল দীর্ঘেতে বাম দারুণ বিবাদ॥
অজ্ঞান-নন্দনর নৌজ বৎসরের শিশু।
যেন মধয়ে সিঙ্গ যেন পায় নয়নানন্দন।
অতঃপর সামন্ত অর্ধেক একা আসি।
দোষ কর্ণ রহিলেন সহে ভর বাসি॥
অস্ত্যুখ জ্যোৎস্নার ম্যানিয়া বিষাণ।
চিস্তিয়া আকুল বড় চম্পিয়া রয়॥
উদ্দস্ত ভাই যারা হারাহই বেদ।
স্বরে অস্ত বড় নেমন অবেধ॥
নাই হৈল শোনিতে বহিয়া স্বাগত যায়॥
প্রলভকালেতে স্তম্ভ নাশ নীল প্রায়॥
ধ্রুতরাস্ত্র রহে শুন সঙ্গর সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোল সেনাপতি॥
একা অভিমুখ করে মোলে সেনাগণ।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজিয়া।
নোড়শ বৎসরে শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়।
অনুত্ত শুনিয়া মম কঃপিতে হাসি।
ধ্যা বও মহাবার অজ্ঞান তনয়॥
সঞ্জয বলিল রাজা শুনহ কঃপি।
অভিমুখ সহ যুধে নাহি হেন জন॥
পরকত কাটিয়া পাড়ে অভিমুখ বাণ।
মহাধুর্য বীর বৃতের সমাজ॥
ধ্রুতরাস্ত্র রহে মোল হেন লন।
সবারে মণিয়া যাবে অজ্ঞান-নন্দন॥
দ্রোণপর্কুণ্ডকথা অভিমুখ বেদ।
কাশ্যাম দলে কহে শোনিতের পদে॥

অভিমুখ বখ।
মুনি বলে অপূর্ব শুনহ জ্যোতি।
করিল অচুত যুধ অচ্ছনন-তনয॥
রণে পড়ে তিন কোটি রথীনর্বব।
ছষ্ঠুন মদমন পাড়ল কুঞ্জর॥
সপ্ত পুল অস্ত পড়ে রণে আদিৰ।
পদাতিক সৈয়া পড়ে সঞ্চা নাহি তাহ।
শোনিতে হইল নালী সায়ে কত সোনা।
তরঙ্গে আতঃত হয় রাশি রাশি ফেনা॥
কবৃদ্ধ উথিয়া কেলি করে তার রাজ।
শোনিত সাগর মাঝে সাতায়িতা তাহ।
অনুবন্ধে রণন্তুমী অন্ন অন্তরেন।
প্রণয় যেনো কোরবের সনাগণ।
এড়িল গঙ্গবর্ত্ত অন্ন অচ্ছনু-তনয॥
কোরবের ঠাঁই কাটি করিলেক দয়॥
পাড়ল অনেক সেনা লেখে জোধা নাই॥
তরঙ্গে চারিয়া অঞ্চ তারিয়া বেড়াই।
শোনিত হইল নায় আমি।
রথচয় ভাসে বন রাজহংসব।
অদুর ভালি হৃদ কুঞ্জের প্রায়।
মৌনে সন্ধুন শর ভাসির।
জুরের সমাজ ভালুক অত্রিণ।
দেখিয়া শোনিত নদী ভীত সর্বজন॥
এতেক দেখিয়া তবে শখুন-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥
দেখিয়া অচ্ছনু জেলে অল সমাজ॥
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান॥
চারি বাণে কাটিল রথেত যে চারি।
আব দুই বাণে তার সারথি সংহার॥
সারথি পাড়ল রথ হইল অল।
বিমায় মানিয়া চাহে কোরবের দল॥
পুনরুপ অভিমুখ অদে দুই বাণ॥
কর্ণ নাস। কাটিয়া করেন খান খান॥
শুনহ নাসি। গেল দেখিতে কুঞ্জরিত।
কাটিয়া পাড়ল যুধ কুগল সহিত।
ন্যানেতে বিবিধতায় যারা বড় বড় বীর।
বিষাদে হইল সব দেবি নতুনির।
কৃপণা বিষাদ বাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দৌড় শুন কুরুক্ষেন।
নায়িকের অতিমন্যে কলিতে যে পারে।
কহিলা হেন জন নান্দি সংসার।
ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের হত।
দেখিলে সাক্ষাৎ যার সমর অহুত।
নায়িকে তাহারে নাগিতে করাচ।
কহিলা নান্দি মম স্বরূপ বচন।
হুর্যাধিন বলে শুন আমার বচন।
পুরুষে একত্রে কর গিয়া। রূপ।
এতেক শুনিয়া গো বিগম বন।
এতম অন্যায় নাহি করে কোন জন।
কৃপাচার্যে বলে ইহা অহুত কথন।
কিমত প্রকাশে ইহা হয় দুর্যোধন।
এতম অন্যায় বুদ্ধি কহু নাহি করি।
এত বলি কৃপাচার্যে আরিল শ্রীহরি।
দুর্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে।
নাবার মারিয়া আজি অর্জুনি যাইবে।
প্রধানের সর্ববিদ্যায় অন্যায়ে কিথ থাক।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয।
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বধিতে বলকে কর আমারে স্তন্য।
মুজিলা সকল স্ত্রী ফুজ নাহি সর।
সর্বনাশ কেল শিপ শমন উদয।
মম বাক্যে তেমন সর কর এই মতি।
একত্রিতে অভিযুদেন বেড় সুশীলী।
চুংশাসনে শকুনি রাধের মম নাম।
মোপচার্য কৃপাচার্যে আর অন্তর্যাম।
অমিয় যাহিব তথা গৌরের পল্লী।
এইরূপ করি তারে করহ নিপত।
এত শুনি কৃপাচার্যে নিখাস ছাড়ি।
চূড়িতি রাখের হস্তে বি নিন্দ্রেক্ষিল।
আমার সবাকার ইহে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্যোধন এই মহাপুী।
হাহাকার আকাশে অমরণ করে।
সপ্ত মহরথী বেড়ে এক বালকেরে।
বিভ বিভিন্ন দুর্দৃষ্ট হুরাচারে।
এমত অন্ধের যুদ্ধে সে করাণে করে।
কতু হেন বিপরীত না দেখিনা শুনি।
মরিয়ে কিছু পালি গরাসিল ফীজ।
সমার্থী তৃষ্ণ তুলনা নাহি মহী।
সাত্ব সাত্ব শব্দ শুনি ইহ বই নাহি।
অভিমন্ত্র মহাবাহীর অবসাদ নাই।
শঙ্কা শঙ্কা গুহ দেবতারা গাই।
বাণনে সন্ধান পুরী শিশু এক্ত বাণ।
নিয়মে কল অন্ত করে ক্ষুদ্র খান।
কাতিয়া সবার অত্র অজ্ঞান তন্ত্র।
দশ দশ বাণে বিলে সংগঠন হব।
বণাঘাতে সমুদ্রহী হতভাগা হয়।
শিশুর শমন বাণে হেন মনে লয়।
মুখ্য। দেখি রথীর সাধন লয়।
পালাইল রথী লয়ে যোগনক পথ।
সগুরুরী এইরূপে যুদ্ধে গাত্রবার।
সবাকারে পরাগীল অজ্ঞন-কুমার।
অবসাদ নাহি, অত্র এড়ে শিশু যত।
কোটি কোটি সেনা হয় নম্রতে হত।
লোহিতে হইল হোয় বিবার কারা।
কতক্ষণে সগুরুরী পালের চেতন।
লজ্জায় সবার হইল মন কর।
কার মুখে কেহ নাহি চাহে অভিতে।
রথ এড়ি মহাতেল মাথা ধরি বলে।
কি হেল কি হইলে কুমার নহে যম।
পালাইল অবসাদে বলে হ্রেম কর।
চিঠিয়া আকুল হ'য়ে কুল নাহি দেখি।
মজিলাম অনেক রাজার হাতে ঠেকি।
বালকের মাতি নাহি আর বাড়ে বল।
পতঙ্গের শ্রীর দেখে কুরুনৈন দল।
নবন দলে যেন মমত্ত হাঁটি । 
নিপাতে নিমিতে লক্ষ লক্ষ সনাপতিত ॥ 
শূন্যতি দেখিয়া তবে ঘূর্ণোধন তুপ ॥ 
চালিয়ে জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥ 
অরথামুখ বীরগণ বুক নাহি বাচে ॥ 
শুন্যতি চরণমূলক ধরি কান্দে ॥ 
কেশরী সমান শিশু মৃত যেন পেয়ে ॥ 
সাহায়ে সকল শোনা দেখ কিছু চেয়ে ॥ 
আকুল হইয়া রাজা রথী সম্পত জন ॥ 
একিন্তু লাগিল অতি বিনয় বনন ॥ 
পথ ও রুক্মিণীর কর্ণ প্রাপ্তসখা ॥ 
নবনিমি ঝড়ীর নিমিত্ত এক ॥ 
শুনো সন শ্রদ্ধারী আমার চনন । 
সুবিনো অবিশ্বাসে বেড় সাত জন ॥ 
নামে না হয় হীন সরোবর হইয়া ॥ 
নাম হর কর এই বালকের বিধি ॥ 
শুন করি সমবে পুরাণ যদি আশা ॥ 
কিমিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস ॥ 
বালক বিনয় শুরু বল করে রথী ॥ 
পুরপুরি যায় রথে সন্ধ্যা সনাপতি ॥ 
বেদ বসে বিক্ষেম বাসব তেজ ধরি ॥ 
নামা বিনোদন ধীর শিশু বরবরি ॥ 
বলকে বেঁধিয়া বাপে বিলমভায় তারা ॥ 
রুটি যেন বিনষ্ট মুথের খারা ॥ 
শুনিয়ে করে রথ প্রাণে ছাঁড়ি আসা ॥ 
সাহসে বাঙ্কিয়া বুক করিল তর্পন ॥ 
নিবাণ করি অস্ত্র অভিমুখ বীর ॥ 
বাপে বিনিক খণ্ড খণ্ড করিল শ্রীরী ॥ 
দাতায় বীর্দিত বেহে অবিরত গায় ॥ 
তথ্যে তীক্ষ অমি নাহি করে তায় ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিশ্বায় ॥ 
প্রদান দেখিয়া তাকি ছয় জনে কন্যা ॥ 
অজ্ঞান হইতে শিশুনি মহা পরাক্রম ॥ 
অবলাদ নামিক তীক্ষ নাহি শ্রম ॥ 
লাহির হইয়া সবাই কর রণ ॥ 
এককালে সন্ধান কর রথ সন্ধুজন ॥ 
কেহ কাট ধন্তুখানে কেহ কাট' গুণ ॥ 
কেহ কাট' রথ কেহ কাট' অস্ত্র তুষ্ণ ॥ 
এ উপায় বিনা কিছু নাহি দেখি আর ॥ 
কাল অপি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥ 
তবে সন্ধানে পুনঃ বেড়িল কুমারে ॥ 
এককালে সন্ধান করিল সাহে বীরে ॥ 
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে রূপে তুষ ॥ 
অনেক সন্ধানে কাট ফেলাইল ধনু ॥ 
আর ধনু নিল বীর চন্দ্র পালিতে ॥ 
সে ধনু কাটেন কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥ 
তবে ধরিয়া ধন্তু হাতে লয় ॥ 
নোঁ করি কাটে সুর্যের তনয় ॥ 
পুরনর্কের আর ধনু ল'য়ে গুল দিল ॥ 
করক কাট শেষে নাম আর কাটে ধনু ॥ 
হৃদ্যাসন কাটে রথ সারথির তনয় ॥ 
পুঞ্জার বিচারে কাটি করিল শরাণ ॥ 
হৃদ্যাসন কাটি অখি মারি অস্ত্র ॥ 
অত্র ধনু কাটি গেল রথের সারথি ॥ 
শুনয়ন হইল যেন মমত্ত হাঁটি ॥ 
খষ্ট বেল এড়ি রণ করে বীর ॥ 
তাহাতে কাটি শোনা কেহ নহে স্পষ্ট ॥ 
বড় বড় পৌরী-মায়ের পরবর্তের চুর ॥ 
খান খান করে রথ হয়ে যায় ওঁড়া ॥ 
শত শত হর্ষি মায়ে পরবর্তের প্রায় ॥ 
পদার্থ পাইক মায়ে রেণীর লুটায় ॥ 
ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া মায়ে পক্ষীরাজ নাম ॥ 
বিশ্ব বালক বড় শমনের সম ॥ 
তবে কর্ণ আকর্ণ সন্ধানে মায়ে শর ॥ 
সেই বাপে চর্মহ কাটি ফেলাই সহর ॥ 
কাটি চর্ম আচার্য নাহি তাহ উড়ে ॥ 
চক্রবীত হইতে যায় গায়ে দাসি পড়ে ॥ 
শুধু আসি লাইয়া সমর করে বীর ॥ 
আসা পাশে সমুখে শৈনুর কাটে শির ॥ 
বড় বড় বীর মায়ে বড় বড় রুহী ॥ 
নিবারণে অসক হইল সনাপতি ॥
হস্তি মারে সহজেরক অতি তড়িভক্তি।
অসংখ্য পাদায়িত পড়ে যায় গড়াগড়ি।
শিশুর সমর দেখি অযশ হৈল কপে।
অত্যখাম মহাবীরের বাণ যোড়ে চাপে।
তিন বাণে কাটিয়া ফেলিল খাঙ্গানা।
আলোকুরূ হইলকে না দেখি বহিন।
চর্ম কাটা গেল, অস্ত্র অবশেষ থাকগ।
তাহা যদি কাটা গেল, ফুরাইল ভাগু।
কাঙ্গার’ বিগ্রাম নাহি বলবান অরি।
অসংখ্য রাখার সেনা গিয়ে না পারি।
পঞ্চপাল পাতে জল চারিদিকে ঢাক।
পলাইলে পথ নাহি কি করিবে এক।

চূর্ণ করে হয় হস্তী হাঙ্গারে হাঙ্গার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তাজ।
সহস্র সহস্র বীর বিলিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জলন্ত পাবক।
তবে কর্ণ পাঠ বাণ পুরিরা সঞ্জান।
চক্রদূঃ কাটিয়া করিল খান খান।
চক্রদূঃ গেল যদি চক্র নিল হাত।
নানাবের যুদ্ধ যোগ সহ জগন্নাথে।
তাহাতে অনেক সেনাপতি চোরা কিডি।
লেখা জোখা নাহিক মারিল দোড়া হাত।
চক্রপ্রস্ত বিঙ্ক যেন অতি জ্যোতিষ্পয়।
তাহার সমান শোভা অভিমৃত্য হয়।
তবে কর্ণ মহাবীরের ধরিয়া ধ্রুমক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হরিচুক।
অভিমৃত্য করে রণ রথচক্র হাত।
কাটিলেন কর্ণ তাহাত। তিন বাণাঘাতে।
শুনুনহাট বাধা শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তরু যুদ্ধে সংগ্রামে প্রবীণ।
পাদাঘাত করাঘাত প্রহরের যায়ে।
সেইকালে তাহারে পঞ্চল সমবে।
মনমত হস্তী যেন মহাভারত।
মূঢ়াঘাতে রথ রঢ়ি বিনাশে বিন্দুর।
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যুথে।
বড় বড় রঢ়ি পড়ে অযুত্ত অযুত্ত।
চারিদিকে বারগণ বহিয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হৈল যেন সঙ্গ রূপ সমান।
রক্তে তন্ত্র তোলালব বিকর শরীর।
পল্লিয়া ধরিয়া ধারা বিহ্রে রূপির।
অব্যাঘাতে অভিমৃত্যু তৈল অচেতন।
পুঞ্জ সমুদ্রী করে অনে বর্ষণ।
হেনকালে আঁক্ষ দুঃখানের নদন।
গায় হাতে করি ধায় মহাকুল মন।
রূপনা জিনিয়া রক্ত ঘুষিত নদন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ড।
আকৃতিই উপেক্ষা করে গদার প্রহার।
দেইথিয়া অমরণ করে হাঙ্গার।
কি কারণে শোক কর ধর্মের নন্দন।
ইহার স্বত্ত্বে বল আমারে এখন।
এত শুনি রূপাণির ধর্মের তনয়।
কান্তিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়।
মহালোভি দুই কোথায় আমি কুলাধি।
পৃথিবীতে পামর নাইক আমারে সম।
রাজ্যভেদে কার্যা বাধা প্রমথে রোধ।
নহে কি উচিত জাতি সহিত বিরোধ।
রাজ্যভেদে করিলাম বড় অপর্কর্ষ।
রুষিয়া আচার সে বিচারে অধর্ষ।
পাঠানুভাব বালক, শত সম্ভব মাঝে।
কহিতে ফাটয়ে রুক হই হইলা লাজে।
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভম।
র্যহ এবেশিতে পারি না বালক নিগম।
কহিল এ কথা পুত্র মনে বারান বারে।
তথাপিও যশ করি পাঠানুভূত ভাতে।
সমারে অধিক সৈন্ত বিধায় হৃদয়।
করিয়া এলায় যুদ্ধ দেখিতে আহুত।
অস্থায় করিয়া কুল শিশুতে করে।
দ্রোণ আদি সুতরাং বেঙ্গ তারে মারে।
অস্থায় সমারে বধে অভিমূল্য বীর।
নিবারিতে শেক আমি হইয়ে ছি অল্পি।
এত বলি কন্তিলেন রাজা যুদ্ধিষ্ঠ।
অভিমূল্য মহাশয়ের হইয়া অল্পি।
ব্যাস বলিলেন শেক ত্যজ্জহ রাজন।
খণ্ডিতে নারে কেহ দৈব নির্বংশন।
মনস্ত্রি কর, শুন আমার বচন।
আক্ষরমুনির পূর্বকথা করে অশ্বন।
মুখগুপ্তে চন্দ্র জন্মে র্মজ্জ-উদরে।
তাহার রূপান্তে কহি শরের গোচরে।
চন্দ্রলোকে গোল পাট মহারত-গণ।
সন্তে আছিল তার বছ শিখাতে।
চন্দ্রের নিকট সেবে উত্তরিত শিখা।
সেই স্থানে গুমিণ রহে দাও দেওয়া।
রোহিণী সহিত চন্দ্র নীলিমা আছিল।
হেনকলে গোলমুনি সেই স্থানে গেল।
মদনে মোহিত চন্দ্র অন্য মন ছিল।
গৰ্গমুনি প্রক্ষেপণ চন্দ্র পূজা না করিলে।
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতী সেইক্ষণে বলেন ভাকিয়া।
অহঙ্কারে মন্থ হয় না দেখে মনে।
কি কারণে অনায়া করিলে মুনিগণে।
ভাষণ হেলন কর মন্থ দুরাচার।
আজি আমি কিরিব হিন্দু প্রতিকার।
শুলিঙ্গলকেতে গিয়া জন্ম সত্ত্ব।
ক্রোধে এই শাপ দিল গর্গ মুনিবর।
শুনিয়া মুনির সূত্র রহস্যের পতি।
আশে বিশেষে করে মুনিবর স্তব্ধ।
অজ্ঞানে চিনিয়া আমি শুন মুনিবর।
মথি মসুমলোকে বড় লাগে ভর।
কুপহর মুনিবর আজি কর মোলে।
করিয়া হয় প্রত্যে হেথায়ারে।
কুফট হয় বলে তারে গর্গ মুনিবর।
ভোমার পশাপশ এই শুন শুধর।
অজ্ঞানের পুত্র হবে ভৃষ্ট উদর।
করিয়া বীরের কার্য্য পাক্ততে সমর।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ধোঁঁড় বংচন অত্য পুরোরাগমন।
এই হেতু চন্দ্র জন্ম ভৃষ্ট।
করিয়া বীরের কার্য্য পড়িতে সমর।
অভিমুখ জন্ম কথা জানাই তোমারে।
পুরুষের হয় হইয়া এইপ্রতে নির্ভর।
অতঃব শোক না করি সংহামায়।
পুঁচড় বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কোমেন কহি ইহা পাথরের গোচর।
কি বিলিয়া প্রবোধিত ভাই হইল মহাময়।
শুনিয়া কি বিলিয়া কৃষ্ণ মহাময়।
কি বিলিয়া প্রবোধিত হন্তদ্রো মহাময়।
বীরত্বকীর্তি দশ হইল বগমন।
রাজ্য আশে হারাই হাতের রহস্যনিধি।
না পারি ধরিয়া বুক বিড়ম্বিল বিদ্ধ।
এতেক বিলিয়া রাজা করেন রোধে।
ব্যাপারের প্রবোধে স্বর্গ তব নচে মন।
ধাকনী বন্ধনীরূপায় রায়দায়নয়োগত্ব।

বলক বলিয়া শক্ত না বধিবে রেন।
ধোন্য আদি করিয়া যত্নের বীরগণ।
তবে যদি অভিমন্ত্র বথে দৃষ্ট্যাধুন।
তার সম পাপী তবে নহে অহিষ্ণ।
অব্যাক্তী নারায়ণ জানেন সকলি।
পায়ঃরয়ে অভিম্বুষ্ঠ সমরের শ্রী।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবেশে অচর্জুন।
রথ চলাইয়া দেন পবনগমন।
শিবির নিকটে উরিয়ায় ধন্যঞ্জ।
বিপরীত দেখিলেন অমলময়।
অনুকার করি বংসে আচ্ছন সভায়।
শোককুল সর্বজন দেখিল তথ্য।
অচর্জুন রলে কৃষ্ণ দিবে বিপরীত।
মোর দেখি লোক কেন হয় অতি তীত।
এতেক যোদ্ধাগণ কেন শোককুল মন।
তুষ্টে বংসে সবে ত্যজিয়া আসন।
এই সব দেখি মম স্বর্গ নহে প্রাণ।
কিবের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান।
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিত্তর।
দেখিলেন রোদন করিছে নুপুর।
অগোচর করি বলিয়াছে যোদ্ধাগণ।
এক এক পার্থ করিলেন নির্দেশ্য।
অভিমন্ত্র নাই দেখি উচ্চাতি মন।
চিজােন নাকিয়া। তীমেরে সৈন্য।
কোথা গেল অভিম্বুষ্ঠ কহ কুখাদ।
ভার না দেখি তীম বিত্রে অস্তর।
এতেক শুনিয়া তীম উত্তর না দিল।
অর্থোমুখে হ’য়ে তীম নিঙ্গশে রহিল।
উত্তর না প্রের পার্থ শোকেতে আকুল।
নুমনের জলে ভিজে অদ্রে দুঃখ।
নুনুল আকুল আর সহিন্দ শোকেত।
অসত্যার বহে ধারা বলি অত্যধুমে।
রোদন করিয়া তীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিম্বুষ্ঠ মরণ।
করিয়া অন্যত্র যুদ্ধ হ’ষ্ট দৃষ্ট্যাধুন।
সগুলোতি বেঁধি পুত্রে করিল মিধন।

ভূঃবার রূদ্ধ কৈল সিন্ধুর নলন।
ভূচে প্রবেশিতে না পারিল কোনজন।
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্ত্র শোকেতে অধিিব।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশিরাম দাস কহে শূনে পুণ্যবান।

অভিমন্ত্রে শোকে অচর্জুনের বিলাপ।

পার্থ মহাবীরের হইলা অস্তি, তনয়-নিধন শুনি।
হাহা পুত্রের, মহ ধনুক্র, বীরগণ চুড়ামণি।
তোমা বিনা নোব, ঘর হৈলা ঘোর কি করিব রাজ্যধন।
আমারে ছাড়িয়া, গেল পলাইয়া দাগা। দিয়া। মল প্রাণে।
পুত্র মহাবীরের কষ্ট সবরে চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাভের। সবে বলে ধন্য অমৃত সমান ভাব।
কহ নারায়ণ, স্বর্গ নহে মন, করিব কোন উপায।
বিনা অভিমন্ত্র। না রাখিব তন্তু, দাহিয়ে আমার কায।
বলে ধন্য, বিদৃশে হস্ত বিনা পুত্রে অভিমন্ত্র।
হেন পুত্র বিনা, রাখিব কেমন, না রাখিব এই তন্তু।
অচর্জুনের তাহী। শুনি চন্দ্রপাদি, অনেক ফলাপ কৈল।
মধুর বলেন, কহিয়া অচর্জুন, কৃষ্ণ ধরি সাম্বাইল।
ভারত-চরিত, ব্যাস বিচিত্ত, অংশে কলোর নাথ।
নিখৃস ছড়েন প্রত্যু করি চুহ্ষাহার।
নাস্পথে কথা এক হৈল অবতার।
প্রত্যু নিকটে কথা দাঘিয়া কথা।
কি কার্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয়॥
প্রত্যু বলিলেন তৃষ্ণা মৃত্যুরপূঃ।
চন্দ্রশ পুরে গিয়া অমিয়া। বেড়াও।
মৃত্যুরপূঃ প্রাপ্তির সংহার কাল পেয়ে।
প্রত্যু আদেশে কথা হর্ষিতা হ’য়ে।
কালপ্রাণ জনে যে মৃত্যুরপূঃ হ’য়ে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্ধন।
তার পরে ব্যাসদেব কমললোচন।
যুথিতে রাজা। চাহি বলেন চন।
কহ শুনি অভিম্যু যুদ্ধের কবর।
কিরূপে কোরিব সহ করিলেক রণ।
যুথিতে বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রবুধি করি ঘোষ করে মহারাজ।
রুহে উপদেশ করে নাহি হেন জন।
অভিম্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ।
এতেক শুনিয়া। পুত্র কহিল তখন।
রুহে প্রবেশিতে জানি, না জানি নির্গম।
তথ্যী পাঠানু তারে করিয়া বিধার।
রুহে প্রবেশিল শিষ্য করি মহামার।
তার পাছে যাই সবে হেন করি নেন।
রুহ্যাঙ্গে রুদ্ধ করে সিম্বূর সন্নদে।
জয়রথে জিতিতে নারিল কোন জন।
সে কারণে মরিলেন অর্জুন-নন্দ।
কুরুবল বিনাশিল অভিম্যু রথী।
তবে তারে বেঁধিলেন সন্ধ্যা সন্নিপতি।
এমত অহায় করে দৃষ্ট দুর্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দ।
এত শুনি নারায়ণে ক্রোধে হতাশন।
এমত অহায় যুদ্ধ করে দৃষ্ট গণ।
জয়রথে হেঁহে মরে অভিম্যু বীর।
শুনি ধন্যগুলো ক্রোধে হইল অহির।
বংনীঘন লোহিতাঙ্গ সৌম্যমুক্তকেশী দিগধরীগু

মহাকোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দ।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সর্বসন্ন।
জয়ধখে হেন্দু মরে অতিমুখ্য বীর।
এক বাণে নিপাতিত তাহার শরীর।
কালী বদি জয়ধখে নাহি মারি রেন।
পিতা পিতামহ গতি না পায় কখনে।
বিন জয়ধখে বধে সুর্য অত্যন্ত হয়।
কুর্মর শরীর তাহ জানিন নিশ্চয়।
জয়ধখে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিষ্ঠা এই সভার ভিতর।
এই শুনি সৌধকারণ হরিব অস্তর।
মহাকালে পরিধিয়া উঠিল বক্রকদ।
পাঞ্চদশ আপনি বাজান নারায়ণ।
মহাকালে রাজতে লাগিল বাক্তান।
তঃ বড় শঙ্ক বাজে নাহি লেখাজেখা।
দামাম। মিথুন বাজে নাহি তার সাধা।
কোট কোটি ভল বাজে মুদঙ্গ বিশাল।
ভেউইরি অবাক্তে বাজে মুখী কাহার।
নানাজাতি বাজে বাজে কত কব্ব নাম।
সমতুর বীণা বাজে অতি অনুপম।
মহাকোলাঙ্গ শরণ হইল পর্জন।
শুরীত হইল ত্রাট্য কৃতেইন্দ্রণ।
রূপগুলে শুরী তবে নিদর্শ নন্দ।
পার হইল কম্প নহে নিবারণ।
শোভিত গিয়া কেহ যথা দ্বয়োধন।
প্রতিষ্ঠা করিল পার্থ আমার করণ।
কালী রণে মোহে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিষ্ঠা করিল এই শুন মহাকাল।
যদি পার্থ কালী মোহে বধিবারে নামে।
আপনি মরিবে সেই পুজি বৈশাখনে।
এইবার প্রতিষ্ঠা করিল পুনর্বাপন।
কালী সত্য যুক্তে মোহে মরিবে অজ্ঞন।
কীর উপায় কিছু না দেখিয়ে যে আমি।
নিজস্বে যাই আমি আঘা কর তুমি।
এই শুনি হরিযত লাগল দ্বয়োধন।
জয়ধখে বলে শুন আমার বচন।

কি শতি অর্জ্জন তোমার করিবে সংহার।
তোমারে রাধিবে যোদ্ধ মতেক আমার।
এই বলি দ্বয়োধন জয়ধখে লয়ে।
থথা দ্বোলস্বতু ত্রিপুরিল গিয়া।
প্রণাম করিয়া তবে বলে দ্বয়োধন।
বিষণ কর গুরু এক নিবেদন।
প্রতিষ্ঠা করিল পার্থ কৃত্তির নন্দ।
কালী যুক্ত জয়ধখে করিবে নিধন।
জয়ধখে বধে বিন সুর্য অত্যন্ত হয়।
আমারে শরীরে তাহ করিবে নিশ্চয়।
এই শুনি জয়ধখে মহাভট্ট পেরে।
আমারে কহিল, আমি যাই পলাইয়ে।
মাতাকে দেখি ভয়ে কাপিয়ে শরীর।
কালী বদি ধন্যলয় নারায়নে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি সে তোমারে।
এই শুনি দ্বোলস্বতু জয়ধখে আকাশমিল।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল।
কর্ণ আদি করিয়া যতেক দ্বয়োধন।
তোমারে রাধিবে সব করিয়া যতন।
কালী আমি এক রুহ করিব রচন।
বাহ লজ্জাবারে নাহি পারে দেবগণ।
ব্যুহ মধ্যে তোমাকে রাখিয়া লুকাইয়া।
দ্বয়োধন আঘা হ'য়ে ধাক্কিয়ে বেড়িয়া।
কর্ণ বলে জয়ধখে না করিয়া ভয়।
অবশ্য মরিবে কালী বীর ধন্যলয়।
হেন ব্যাপ অনুরূপী হইয়ে ধাত।
সে কারণে অজ্ঞন কহিল হেন কথা।
এই শুনি জয়ধখে স্বজিতেকে ভয়।
অবশ্য হইবে কালী অজ্ঞনের ক্ষয়।
হরিযত দ্বয়োধন যজ্ঞদেশে নিয়া।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত তত্ত্ব।
কুপাপার্থ বলে তবে দ্বোলস্বতু প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি।
নিশ্চয় জানিল এই রাজ্য দ্বয়োধন।
অবশ্য হইবে কালী পার্থের নিধন।
কপাল কর্তৃক কাহাত্ত্ব বাণ্ডাক্ষণযোগত: । | মহাভারত ।

ঝিলমের নাথ কৃষ্ণ সহায় যাহার।
কেননা নাবিক পায় কোনচি অপার ল।
অবশ্য হইবে জয়ধরের নিধন।
কাহিন্দ জন মন স্ত্রী বচন।
এত শুনি দ্রাক্ষরাপী হরিপিত মন।
যতেক কাহিলা তুমি বেদের বচন।
দ্রাক্ষর স্বাস অপূৰ্ব্ব কথন।
আর্য্যপুণ্য পালা বুঝে শুনন।
নায়স বিচিত্র হয় অপূৰ্ব্ব ভারত।
কাশ্যাকাম দাস কহে পাঁচালীর মত। ।

অর্জুনবীর বৃত্তান্ত।

রুপনী বলে শুন পারিক্ষিতের নন্দন।
জয়ধারক কথা অপূর্ব কথন।
অর্জুন কথা নিশা সন্ন্যাস বীরগণ।
অতি চিন্তামণি কৃষ্ণ অস্ত্র কারণ।
অস্ত্রন কহেন কৃষ্ণ কথলোচন।
না রুপনী প্রতিষ্ঠা করিলা ক্ষোধন।
জয়ধার হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
জয়ধার বীর তবে মারিব কেমন।
এই যে ভাবনা মন হয় অসূক্তকী।
অস্ত্রহীন বলেন কৃষ্ণ কর অত্যতি।
-কারে ভয়, তুমি যাতে ধরিবে সারধি।
উৎপত্তি বিলায় যাতে করিবেত হয়।
হেন জন সহায়ে তাহার কারে ভয়।
অস্ত্রহীন বিনয় শুনি দেব জগনাথ।
উষ্ঠিতে কৃষ্ণ ধরি অস্ত্রনর হাত।
কপিলমাত্র রথে দৌহে করি আচারণ।
সদলেন যান যথা হরে ভবন।
পার্বতীর সনে একাসনে তুলতাত।
বদ্ধকাত শ্রীনাথ কহেন স্নাতি বাপী।
দেবদেব মহাদেব দেব শুলপাপ।
সূমুড়মধ্যে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব সংসার দেহে হইয়া অনল।

সৃষ্টিশান দেবি দেবগণ স্নাতি করে।
সদ্য হইয়া দেবনেব দ্যা করে।
গুণুকে করিয়া পান রাধিলে জগত।
হৃদীতে রহিল যশ জগতে মহত।
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গদাধর।
ঈশ্ব হালিয়া তেব করেন উত্তর।
আমাঁ বিধান। কুমি বিদের পালক।
যে না জানে সেই দেব নন্দের বলক।
ভূতার নাইতে তুমি অবতার হয়।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে।
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ বিধান আজ্ঞা দেব নারায়ণ।
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কোহর পাওল যুদ্ধ নহে সমাধান।
অন্যায় সমর করি অধিমন্ত্র বীরে।
বেড়াই কোররগণ রথে বলকের কার।
প্রতিষ্ঠা করিল পর্যাপ্ত বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে সিদ্ধদেহ তাজিতে অমৃতে।
এই হেত্তি নিরবেদি যে শুন গুণ্ডাদর।
জয়ধার কহিন্তি পার্থ জিনিতে সমর।
হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অস্ত্রুন বিজয়ী হরে করিনি শক্রগণে।
অস্ত্রুনের সহায় হইব আমি রহে।
রণে পিয়া নিধন করিব কৃষ্ণগণে।
অনন্ত্র প্রণয়া। দেবীর চরণ।
করেন অস্ত্রুন কৃষ্ণ অনেকে ত্বম।
শক্রী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মহ করে কর সিয়া সব শক্র ক্ষত।
পাইয়া হরের বর ক্ষুধ ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয়ে দরিদ্র যেমন তুষ হয়।
সেই মত মহানন্দে প্রকুল অন্তরে।
প্রণয়া করেন দৌহে শক্রী শক্রীর।
বিদ্যা হইয়া, সিয়া আপন শিবিরে।
করিলে শয়ন সবার আপোচারে।
প্রভুতে উঠিয়া সবে করি স্বামানন।
সৃষ্টিয়া হইয়া যুথে করিল প্রায়াণ।
নাগালন্ধুকে পবিত্রতায় জলতেজোময়ীবিষ নাগালন্ধুকে পবিত্রতায় জলতেজোময়ীবিষ

ড্রোণপর্ব

ঘৃতবিশাল মহাবীর সর্বত্রেলা লয়ে।
চরিত্র বজ্রাত্র রুদ্র রঞ্জনে গিরে।
বর ড্রোন পঞ্জিপত্র রঞ্জনে সনাগণ।
তার মধ্যে জয়গ্রু রাজা সর্বোত্তম।
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়ায় রঞ্জনে সবে লিঙ্গের নদনে॥
হেতে সর্বন্তেলা লয়ে রাজা সর্বপ্রিয়।
গোবিন্দের অত্র করি হলেন বাহিনী।
তবে ধনঞ্জ ভাকিছেন যোদ্ধাগণে।
কৃষ্ণাঙ্গ সাতকীরে অর তীমোদেন।
যুবথিতে সবে প্রতি করি সমর্পণ।
কহে তোমারে সবে কর গিয়ে রণ॥
জয়মণ্ডল বর হেতু আমি যাই রণে।
ধারায় পাইব আজি সিবুর নদনে।
ভাগবেলে তুমি যাও জয়মণ্ডল যথা।
রূপালি হেতুত তব নাহি মনোভার।
শুন কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
তত্বক প্রতিষ্ঠা তব উচিত না হয়।
বাদ জয়মণ্ডল আজি নাহি যায়।
তবে কি করিবে মোরে কহ তার পথ॥
অজ্ঞান বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়মণ্ডলে মারিব অপ্রমাণে।
কত সুখাতে তুমি করিলা তারণ॥
যত বল বুদ্ধি মসুর তুমি নারায়ণ।
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিব অন্তর।
বড় বিচ্ছেদ তুমি মহাবীর কর।
চিরে হইবে তব প্রতিষ্ঠা পুরুষ।
আজি সে হইবে তব শক্তির নিধন।
শত বলি গৌরাঙ্গ ছাড়েন সিঙহাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গালিল প্রমাণ।
তবে কৃষ্ণ দারুকের কহেন তখন।
মস রখানি আন করিয়া সাগর।
শাপ ধনুকাদি সব তুলহের রঘুতে।
জয়মণ্ডল হেতু রণ করিব নিষ্ক্রিয়॥
কদিনিত ধনঞ্জয় নুন যদি হয়।
একলা করিব আজি কৌরবের ক্ষ্য॥

েকারুণে আমার হইবে শঙ্করনি।
শন্ত গু⁄নি রথ লয়ে যাইবে আমি।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কলমলোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অস্তবাহ।
ধূমময়ে ড্রোণাচার্য আছেন আপনে।
তাহার পশুচতে যত কৃষ্ণেনাগণে॥
হেনকালে ড্রোণাচার্য রূপের ধাবিতে।
আওলিল পার্থে আমি ধূমশর হাতে।
ড্রোণে দিনে ধনঞ্জ করি নমস্কার।
করোড়ে কহিছেন কুমারে কুমার॥
কি হেতু যুদ্ধের সৃষ্ট দেখি মহাশয়।
অত্যন্তমন্দির আমি তোমার তনয়॥
জয়মণ্ডল বর হেতু প্রতিষ্ঠা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার।
ড্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কৃষ্ণেনাগণে দেখে আমার রক্ষিত।
আমার অন্ততে তারে করিবে যাতন।
কেমনে দেশিব আমি শুনহ অজ্ঞ।
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ করহ ড্রোণের॥
উপরোধ কহেন তুমি করহ ড্রোণের।
সপ্তর্থী বেড়ায় মারে এক ছাঙ্গাল।
অতি শিশু অভিমন্য রণ মারে ছেলি।
কোন উপরোধ করই তোমারে।
তুমি কহে বাচায় তুমি করহ উহারে।
সম্পাল পুরীয়া মার দিব অষ্টগণ।
ফৌজদার ড্রোণাচার্য হয় অচেতন।
এতেক শুনিয়া পার্থ অতি কৃস্মন।
ড্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন।
তবে আর বিলঘু নাম্বির প্রমাণ।
শীতল কর উপায় রামিতে কুরুগণ।
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেশিব কেমনে রথ করিয়া প্রকার।
এতেক শুনিয়া দুর্গ অতি কৃস্মন।
করিব অফর্নোপরি বাণ বর্ষণ।
দশ বাণ এড়ে বীর পুরীয়া সক্ষ।
বাণ বাণ দেখি ড্রোণ কৌধে কাম্বান।
গন্ন ছাইয়া বীর বরিষ্ণে বাণ।
শৈলবঙ্গে ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্যের বাণ।
ক্ষোদে দোশ করিলেন বরিষণ বাণ।
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় এতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি।
জয়ধর্ম ধনে হেতু আছে বড় ভাল।
দোশ সহ যুদ্ধ না বুঝি বিচার।
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাহি, দোশ পথ রাখ করে।
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার চন।
দোশের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ।
সেই সেনাগণ বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চলাইব আমি।
এত শুনি ধনঞ্জয় পুরেন সক্ষণ।
নিমিত্তে করেণ বহ স্বন খান খান।
তবে শ্রীকৃষ্ণের রথ বেগেতে চলিল।
দোশেরে পশচাত করি স্বন প্রবশিল।
দোশ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি আগেতে আমার।
অর্জন বলেন গৌর করি নম্ভার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার।
জয়ধর্ম ধনে হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
এত শুনি দোশাচার্য হসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাধি পথ ছাড়ি দিল।
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাই উপরোদে।
আকুর্ণ পুরিয়া বীর বিষনে বাণ।
রথ অস্থ পদার্থক করে খান খান।
পলায় সকল স্বন রণে নাই রয়।
মহাক্ষোদ্ধ আঁগু হেল দোশের তনয।
ধনঞ্জয় অশ্বামা দন্তে মহারাজ।
বিশ্বযুধ মামিয়া চাহে যত সেনাগণ।
মহাবীর অশ্বামা দোশের নন্দন।
অর্জন উপরে করে বাণ বরিষণ।
তবে ক্ষোদে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
কাটিয়ান দোশীর হাতের শরান।
আর ধনু লঘু বীর দোশের তনয।
বাণ রুটি করে অতি নিউহি ছদম।
তবে ধনঞ্জয় বীর অর্জি হেন জলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলিল ভুতলে।
এতে যুগল অল্প ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাষ্ঠে অশ্বামা হেল অচেতন।
সেইক্ষেত্রে সারঘী আইল এক আর।
অচেতন রথে বীর দোশের কুরার।
কতক্ষণে অশ্বামা পাইল চেতন।
ধনু ধরি পুনরায়ি করে মহারাজ।
মহাপরাক্রম দন্তে সমান সোদর।
হইল তপ্ত মুন্দ নাই অবসার।
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল স্থিতি।
সন্ধান পুরিয়া বিদ্ধে দোশীর শরার।
কবচ কাটিয়া বাণ অংশ প্রবশিল।
অচেতন রথে বীর রথেতে পতিত।
রথেতে পতিত বীর রথে অচেতন।
হারাকার করি ধায় যত মেজোগাণ।
হেনকালে অগ্রে হেল মিহির নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ।
তর্জন করিয়া বলে অর্জনের আঁটি।
লেগেছে তোমারে মুখু কুই ছটফট।
দোশ-সনেপতি বলে মম বধ নহে।
সে কারণে ভালে ভালে দিন কত রহে।
নিমিত্ত আমার হেন তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন।
অর্জন বলেন হসিহ হতজঞ্জ তুমি।
পশুজাত করিয়া বিধিতোমা আমি।
কুপিয়া বলিলে কর্ণ রুষিব এখন।
কেমনে সার্থির অজি যাহ মোর রণ।
এত বলি সূর্যক্ষে সপ্তকে এদেহ।
সন্ধর্ষ সহন নাগ পারে গিয়া বেড়ে।
এড়ন গরুষ্ণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল স্রষ্ট করিল ক্ষুদ্র।
সর্পের গিলিয়া করে গিলিয়ার আসে।
অ্যারাম করে টবে এড়িল তুলনায়।
অ্যাসরে পাখির পাখি পাউড়িল সকল।
হইল প্রলয় অর্থ সেই রণশ্রম মঞ্চটে।
এড়েন রুপেন বাণ ইন্দ্রের নামন।
জলেত মিন্টু হেল যত হুতাশন।
হইল প্রলয় নীর সেই রণশ্রম।
হয় হাটিপা পদাতিক তালি যায় হলে।
শোক নামেতে বাণ করে এঢ়ে রোপে।
গুরুবি সকল নীর চন্দুর নিমিষে।
রণ ধনঘায় যুক্ত নাহি পাঠঠার।
বিশ্বয় মানিয়া চায় যৎক অমর।
তবে পার্থ মহাবীরের পুরীরা সাধার।
একশারে মারিলেন দশ গোটা বাণ।
কন্তু কাটিয়া বাণ অঙ্কে প্রাবেশিল।
মুখিত হইয়া করে রথেতে পুড়িল।
মুখিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারাধন।
রণ ভঙ্গ দিয়া গেল করে যোকাপতি।
তবে ধনঘায় বীর মহাকোড় মনে।
কলক লক্ষ যোদ্ধাগণে বিমানিত রণে।
নভমতে চুরি কোষ্ঠ পথ চলি গেল।
গেমনগুলে হইল দিগ্রুহর বেলা।
হেঁকালি কৃত্রিম শুণ ধশমঘায়।
আয়ত্নীক হইল রথেতে চারি।
শরে বিদ্যা হইয়াছে চলিতে না পারে।
কিমতে ধাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে।
দিবা হীল বহু বৃহৎ নাহি পায়।
হের দেখ ধন ধন মম মূৰ্ত্ত চায়।
সংগ্রাম করে রায় নামি তুমিতল।
তবে আর্মি খাওয়াই অখ্য বৃহৎ জল।
হত শুঁচুরের করেন ওহোদকেশ।
কেন অস্তর কথা করে হীরাভিসে।
সংগ্রামের স্থল ইতে না হয় সংশয়।
মুপ্পাদ এই স্থল ধূলা উড়ে যায়।
গোলিদা বলেন ভয় হচ্ছে তুমি।
থাক পাই আর্মি জল খাওয়াব আর্মি।
অর্জন্নু বলেন নাদ হইল বিয়।
যে কুটিল নারায়ণ শুনি হয় হত্য।
ছঁল করি ছাড়িয়া যাইতে চাহ হরি।
সিদ্ধু মাঝে তুলুচায়া আমারে সহায়ি।
তুরিল্লাম অপরাণ হইয়াছে পায়।
তুমি পদ্ধ তে নাহিক উপায়।
তুমি বল, শুঁচু বৃত্ত, পাগুংবের গ্রাম।
দায় অন্তএব সহকরেতে পাই গ্রাম।
অন্যন্থ হদয়ে উদয় তাহে দেখি।
হেন অনাথের গাও মারে কর ছুদ্ধ।
আমার পরিত্ব যত দে তুমি মিছ।
তবে আর এ ছায় জীবনে কিবা ইচ্ছ।
কেমনে সদয়-সিদ্ধু তরিতাবের পারি।
তুরী বুড়িয়া হরি চিলেন কাগারী।
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কুলেন হাসিয়া।
করহ অম্বাকে পথ কিসের লাগিয়া।
পলিমায় তোমরা পাগুর যাইতাদেহ।
রাখিয়া ভক্তিতে আমাকে সদা কথি।
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
দায় নিগড়ে বেলি এড়াইতে নাই।
কে জান কথি যে সত্য তোমা ছয় জন।
নাহি পারি এক দোক পাইতরিতে মন।
তুমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবে অম্বাকে আর্মি করই বিশ্বাম।
এত শুণি ধনঘায় নামিয়া তুমিতল।
সংগ্রাম করেন বীর দ্বুঘুশর হাতে।
তবে কৃত্রিম রথ হেতে তুমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া যত কবিতায়া।
তুমিত হইল অখ্য কৃষ্ণ গ্রাম।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জন্ন।
শুঁচুরে বলেন পারি। দেখ অথেনে।
তুফার কারণ চাহে মন মূৰ্ত্ত পায়।
বিন জলপানে অখ না পারে চলিতে।
তাহার বিদ্যান আর্মি করি যে হরিতে।
তবেত করহ মুক্ত কৃষ্ণশীতল সন।
হুক কেন্দ্রে মূঠ নল মলগুলে।
এতেক কিছু ক্ষুদ্র কমললোচন।
এক সরোবর তৈল অপর্যস্ত রচন।
নানা জাতি পক্ষিগণ ক্ষুদ্র করে তাহে।
নানা পুষ্প ফুটে তার গন্ধে মন মোহে।
হংসগণ ক্ষুদ্র করে হংসীর সহিত।
সাত্তর সাত্তর ক্ষুদ্র করে অামলমত।
পদের সৌরভ গন্ধে চতুর্দিকে যায়।
লাগে লাগে মন অলি মধুলোচন ধায়।
অমূত সমান হীল সরোবর-নীর।
অর লাভে তাহাতে নামেন যজ্ঞীয়।
জলেতে ধোয়ান ক্ষুদ্র অবশ্য মোহিত।
অর্জুণের স্বত্ত্বে দেখে যত মোহিত।
শক্তি পূর্বতন করে বিস্মৃত জলন।
আকর্ণ পূর্বি বিভিন্ন বিভিন্ন ঘোষ।
পূর্বত্তলে পূর্বতন সুবাল পূর্বতন।
তাহাতে পূর্বতন বাসনা একত্র হইল।
প্রেরে সমুদ্র হইতে সুভাষ্ঠ রহিল।
আনন্দে গোলাবিস্তার তরে অন্ধগে।
জলপান করিলেন হরিত মন।
জলপানে অর্জুন হীল বলবান।
পূর্বের সূত্র হীল করি জলপান।
তাহে ক্ষুদ্র অর্জুনে লাইয়া সহিত।
তথ্যে উঠেন পিতা অতি শীতগতি।
অর্জুনে রচনে যুঁ বললেন অর্জুনে।
বলবান হীল অর্জুন ভাসান।
অতপর রচনে আসি চড় মহামতি।
রথ চলাইয়া আমি দিব শীতগতি।
এত শুনি ধনজ্ঞ ধনরূপে হাতে।
এক কালে জিয়া বীর চড়িলেন রচনে।
কুতুঙ্গের অর্জুনে কহেন সবিনয়।
এক মিশ্রণ করি শুন মহাশর।
টোয়ার চরিত্র আমি রুকিতে না পারি।
আপন রূঢ়তাতে মোরে কহু রূপ। করি।
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অগ্রান।

ঋষিরূপে বললেন পার্থ না কর বিষয়।
মম পরিচয় সোমা দিব ধনজ্ঞ।
এক বলি দেন ক্ষুদ্র চলিয়া হয়।
ধনু ধরি করেন সমার ধনজ্ঞ।
দেশপূর্ব সুধারস জয়ের বচন।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে।

ফুলিখানা ফুলকুল সাত্তরের পরাজয়।
মুনি বলে শুনি পরাজিতের ভন্ধ।
মহামত সাত্তরের হীল পরাজয়।
একদিন বাহুবলে পিতৃক্ষুদ্র করলে।
নিমলুক করি যত ক্ষুদ্র অনিলে।
সোমদত্ত বাহুবলে বা পাকান রাজন।
শাল শিশুপাল এল পেয়ে নিমলুক।
আইল অনেক রাজন না হয় বাহুবল।
সবাকারে বাহুবলে করে অনুভূত।
বিচিত্র আসনে বাহুবল সবর্জন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন।
সভার মধ্যেতে যথি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্তের দেখি শিনি ক্রোধেতে জলিল।
বাহুবলে খুল্ল। শিনি সাত্তরের বাহুবল।
সোমদত্তের দেখি শিনি পাইলের তাপ।
সোমদত্তের দেখি শিনি পাইলের তাপ।
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
নভাদে বৈসি তুমি এ কোন মহাত্ম।
আমা সবা না মানিস কোন অহকারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে।
মর্যাদা খাকিতে শীত যাও পলাইয়া।
আপন সুদৃশ্য মোচ্ছেজনে বৈসি যায়।
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জলিল।
আমির উপরে যেন যুত ছুল দিল।
সোমদত্ত বলে শিনি না করিল গবর্ণ।
তোমার মহান ধান্ত আমি জানি সবর্ণ।
এতেক উত্তরে মোরে করিল বর্ণ।
কোন অর্থে নূনে আমি পৃথিবীর ভিতর।
তোমা ধৈতে নূনে কেবা আছেই রণণ।
মম অগ্রভার নহে সব আমি জানি।
এতেক শুনিযা শিনি মহাকোপ মন।
ফেহে ডাক দিয়া বলে শুন সর্বজন।
এত অহস্তের তেজ ওরে কুলাসার।
পরি নিন্দ, ছিন্ন নাহি দেখে আপনার।
ঈষত উচিত ফল দিব আমি তোমার।
এত বলি মহাকোপে উঠিল সহজে।
শিনি দেখি সোমমন উঠি সাইকণ।
চুরি ছড়ি মহাযুদ্ধ করে ছুই জন।
নুর শিনি মহাকোপে স্তর তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য গত সত্বাসালে।
কেনে দরি চড় মারে বলের সমান।
এক চড়ে দম্পতুলা করে খান খান।
তিন সরে উঠি দেখে বাণ করিল।
অভ্যানে সোমমন দেশে নাহি গেল।
সামনে সোমমন পেয়ে অপমান।
শহী মহাকোপ করিয়া বেন করিল।
রাদা বসের সহপ করে অনাহে।
একটিকে সোমমন পেলিয়া শষ্কর।
হুমায়া বশ হইলেন মহেশের।
তরতে চাপিয়া আসি বনের ভিতর।
নর বলিলেন বল মাকৃ রাজান।
এত বলি তাহাতে ডাকে পাঞ্জন।
খান ভাংসি সোমমন দেশেলে হর।
বিশিষ্টিত্সু রাটাধারী গঙ্গাধার।
অন্নদিতস সোমমন দেখিয়া শষ্কর।
বিধি একারে রাজা বন্ধ স্থির করে।
সোমমন বলে হাদ হৈলে কুপালবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান।
সামন্ধে শিনি মেরে অমান্য করিল।
তেক নূপাতিতন বসিয়া দেখিল।
জরিত অঙ্গ দেহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থান।
শিনি মেরে বর দিবে দেব পশ্চিমত।
মহাযুদ্ধের মম হুইক সত্তী।
তার পুত্রে মম পুত্র জিনিবে সম্বর।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে।

ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রেত আচ্ছা কর তুমি।
শূন্য বলেন বর মলম তোমারে।
তব পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে।
পাণে মারিবারে তারে নাহি শক্তিত।
তিন বলি তৈলানে গেলেন পশ্চিমত।
শিবতানে হেম বর পেয়ে নুপর।
আমাদিত হ'য়ে গেল আপনার ঘর।
তুষিরশ্ব সাত্যকির জিনে শিবেরে।
তার উপাধ্যায় এই জানাই তোমারে।
জোয়ার্বর্ব পুরুষ কথা অমৃত সমান।
কাশিয়াম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান।

তুষিরশ্বা-বধ।

মুনি বলে আশচর্য শুনহ জ্ঞেয়য়।
শিব বরে সাত্যকি পাইল পরাজয়।
তুষিরশ্বা-হস্ত বদি কাটেন অর্জুন।
তুষিরশ্বা পড়িয়া হইলেক অর্জুন।
পুনরসি বশিয়া উঠিলে রণগলে।
নিন্দা করি তুষিরশ্বা অর্জুনের বলে।
বিভূত ধনজয় তোর দাকুকু বীরবর।
অন্নায় কারয়া মম কট তুমি হস্ত।
সাত্যকি সহিৎ রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাসার।
সম্বুক সংগ্রামে পড়ি বর্ণে যাই আমি।
এই পাপে ধনজয় হবে অধোগামী।
এতকে শুনিযা পার্থ হইল লজিত।
গৃহকূঢ় বলেন তুমি কেন হও ভীত।
কৃষি অপরি বলিলেন তুষিরশ্বা প্রতি।
একা অভিমুখে বেড়িয়া স্থপন।
কোন স্থায় যুদ্ধে অভিমুখে মারিলা।
এবে বুঝি সে একল করা পাপিল।
যুদ্ধলে ধর্মবৃত্তি হইল তোমার।
অর্জুনের নিন্দা কর তুমি কুলাসার।
কুতুবক্ষ শুনি তুষিরশ্বা নরপতি।
নিন্দা করি কাহিসে লাগিল কৃষি প্রতি।
নুরিশ্রবা বলে কুঞ্জ কহিলা গ্রহণ।
তোমা হইতে এত সব হৈল অপমান।
কি কারণে মন্দা আমি করি হরজ্জনে।
তোমার সম ছুট নাম পৃথিবীতি ভিতর।
নিম জ্ঞ তোমারে আমি কি বলিব আর
এ বলি নুরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম করিয়া আমি নিম্ন নারায়ণ।
আপনার কর্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হবে নিম্ন নারায়ণে।
অন্তকলে যে জন ব্যর্থে নারায়ণ।
চক্ষুর্ধরে যাহা বৈকুণ্ঠ-সুন্ব।
এতেক বলিয়া নুরিশ্রবা নরপতি।
বিধিতে গোবিংশের করিলেন স্তব।
তাকিয়া বলিল কুল তোমারে নিম্নিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই তাবিয়া।
অথষ্ঠ দেখিয়া মোরে হও কুপাবান।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রা।
তোমা বিনা গতি সম নাহি নারায়ণ।
কলনোবাকে আমি নিলাম শরণ।
সর্বকালে তোমায় কি নাই জানি আমি।
মুখ্যকালে তোমা নিম্নি হই অধিরাগাম।
আপনার গণে কর আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার।
এ বলি নুরিশ্রবা মোছিতে রহিল।
হদস-পর্জনে পদ ভাবিতে নাগিল।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন কুঞ্জ তাজ দুর্ঘন্ম।
হছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ-সুন্ব।
সীতা ও যোগী সেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায়
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন।
সুরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণেতে এই কথা হইয়া।
কুঞ্জদান করি সুরিশ্রবা মোছেন রয়।
হেনকালে সাত্বিক উঠিয়া তুমি হইতে।
খঙ্গ লর্ডে যায় সুরিশ্রবারে কাটিতে।
হাতে চুল জড়াইয়া ঝড়া লইয়া করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে।
একতে দেখিয়া কৌচকের সেনাগণ।
সাত্বিক উপরে করে নাম বর্ষণ।
এক লাফে সাত্বিক উঠিল গিয়া রথে।
ধনুঘূর্ণ উঠিয়া অর্থ নিল হইত।
নিমন্দে মারে লঙ্কা পলক সেনাগণ।
বাণপুষ্ট করে বীর মহাকোপ মন।
দ্রোণপর্ব পুণ্যকাশ্য জয়ধব বধে।
কাশীরাম দাস কেহ গোবিংশের পদে।

ভীম কর্কুত হর্ষেরানের নবি তেজহোরের যুধি।
মুনি বলেন গুন পরিকীর্তির নন্দন।
অনন্তর ভীমেন করে যোগ রূপ।
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাসায়ের মহাশর হয় গণগোল।
পুনর্পি ভীম উঠি রূপের উপর।
রথ চালিয়া দিল বিশোক সহর।
বিশেষ চলার রথ বায়ুম্ব গতি।
যুধিতে যুধিতে যায় ভীম মহামতি।
কতুর গিয়া ভীম সাত্বিকি দেখিল।
আনন্দস্য হয় তারে বার্মা জিজ্ঞাসিল।
ভীম বলে কহ অজ্জনের সমাচার।
কি কারণে রথধরজ নাম দেখি তার।
সাত্বিক কহিল এই দেখ রুক্তকার।
দ্রোণগহ বন্যকরে সমর।
পুনর্পি বলে ভামে কহ বিবরণ।
যুধিতের ছাড়িয়া আইল কি কারণ।
দোম বলে যুধিতের পাঠান আমারে।
অজ্জনের সমাচার জনিতার তরে।
বুঝান্ন স্থানে তারে করি সমর্পণ।
আসিয়াহি সমাচার জনিতে যখন।
গুণ্ডা সাত্বিকেতে আমি আমিত হৈল।
ভামে দেখি কর্ণবীর পুণ্য আইল।
করণের দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়া।
পুনঃ পুনঃ আসিয়া বাইস পলাইয়া।
চুল ছিড়ে ফের ছিড়ে শিরে মারে ঘাত।
আমার সব এগুলো কেতা এগুলো ব্যাপার।
ইন্দু বিয়ের জনি রূপ কর্মকার।
দিব্য বস্ত পরিধান রহস্য অলঙ্কার।
কোমল শরীর সবে পরমাশ্রয়ন্ত্র।
স্ত্রী গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি।
বলুন কৃত্তি শ্রীতি নারী নরবর।
বিলাপ করিয়ে অপর মহীয়া কাঁচ।
চোখ চোখে মুহূর্ত হয় চোখে চেতন।
কোথাপাত্ত বস্ত রাজ। করিয়ে রোদন।
সোণার আগার মম শুমুর্মর হীত।
ভীমের সময়ে পুত্র সকলি মূল।
বড়ই নিষুর ভীম নাই দেখ। শৈল।
ভাই হীত হইল মৌল বংশের শেষ।
সঞ্চিত বস্তি শুন অচন্ত।
এখন কি হবে রাজ। হইল কাঁচ।
এই হেহে পূর্বে কত বিলুপ্ত মমার।
কার বাক্য না শুনিল। তুমি অহংকারে।
ভীমে দ্রোণ রূপ তোমার বিহৃত অবস্থ।
বিহৃত প্রার্থনা বৃহস্পতি হোম প্রতি।
বিহৃত বস্তি কেন কাল্পন নরবর।
তব হইত হেহে পূর্বে কত হরিষ।
ধনুলতে রাজাপ্রাচী কৌমার অপকর্ম।
আপনি করিল। রাজ। আপন অধ্য।
তাহার অপার্থ্য রাজ ছিল কোন কর্ম।
তথ্য তা না কৌমার যুবিদীর যে অধ্য।
যুবিদীর কুমূহণ পারে জিনিবার।
তথ্যান্ত যুবিদীর ক্ষমি তোমারে।
পক্ষা মার্গিল বুদ্ধির নন্দন।
একধারিনি নাই দিল দৃষ্টি দৃষ্টি।
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধ্য করিলে ভূল না কতোক্ত।
বিহৃতি চাইলা তবে কাল্পন রাজন।
পুনঃ পুনঃ কতুবাক্য কহ কি কারণ।
পুনঃ পুনঃ কহ অনুস্মরণ।
কৃষ্ণ সাজাওয়ান কাঠ দিয়া গঙ্গানারে
বৌর্ধ সহিত গঙ্গা চৌঁচাই সবে
প্রিয়কৃত গল্প তব হইবে নিশ্চয়
েতেক কথিতে তথা কৃষ্ণবীরগণে
অত্র ধনু তায় করি আইল দেখানে
এখনি মরিবে পার্থে হেন করি মনে
অনানিত ছ্বেতোধন সহস্র বদনে
তবে জয়ধরে দেখি সুখ্যার সময়
শীত্রগতি আসিয়া অচ্ছন্ন প্রতি কয়
জয়ধরে বলে শুন বীর ধন্যজ্ঞান
কি দেখ, হইল আসি সুফ্যার সময়
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন
tব বশ যুথিবেক এ তিন ভবন
অত্র ধনু তায় করি যাহ ধনুক্ষর
শীত্রগতি প্রাশেহ অহির ভিটর
cি মিছামিছায় কায় জলবিষ্ট্যবত
e মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পোকত
cদি রিপু তিনি রাজ্য কর মহাস্থায়
চিড়িয়া দেখে তাহে চিহ্ন চিরকাল নয়
অধর্শে করিয়া কর্ম যে করে সাধন
অতিশীর্ষ হয় তার সব বর্ষে পতন
dার্থিক বলিয়া তোমার বলে সর্বক্ষণ
cরিলে প্রতিজ্ঞা তাহ লজ্জে কেমন
cজর্জ উমার দেন শুন জয়ধরে
tুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্মপথ
dসর্বে বচার করি ধার্মিক সন
cধর্মে জিতিতে দেয় নাথ দুঃঢ়কেন
cজন্ম সমর করি শিশু কৈলে হত
cহাদেখি সে কর্ম কেমন ধর্মে
cখনি বধিয়া তোমার আমিও মরিব
cপাইয়া পরম শত্র ছাড়িয়া না দিব
cসুনিয়া সুকায় মুখ জয়ধরে বীরে
cভয় নাই আচ্ছাদি কহেন পার্থ তায়
cবিভাসগাত্তক তব রাজা সম নহি
cকি করিব মিজু কর্ম ল’ব ধর্ষ বহি
cদরির ছাড়ির মত করিয়াছি পথ
cএত বলি আনিয়া জালিল হুর্তাশন
করিষ্ঠ কর্পালনভাষণেনোতিভাষণমূ।

দ্রোণপর্ব ॥

তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ।
তোমার প্রসাদে আমি দেবি বল্লভুজন।
তোমার রূপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল।
শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল।
তোমার কারণে কত দিন বে ভিট।
তোমার রূপায় করি ভোগ বহুমতী।
তোমার দয়া কৃষ্ণ করিব সমর।
তোমার রূপায় তরি সকট সাগর।
কাশ্যপী কর্পালময় তরাইতে সিদ্ধু।
অধিকনের মাথা কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু।
অগতির গতি তুমি দেব নারায়ণ।
তোমার রাজ্যের পদে লইনু শরণ।
ঢীননাথ দয়াময় চাহী ঢীননী।

সঙ্গে মন রহে যেন তোমার চলেন।
ক্রীড়া বলে তেরী কৃষ্ণ বিচ্ছণ।
চিনিয়ে আমালে তুমি ইন্দোর নন্দন।
তোমার হীতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে।
নিষ্কর্ষ জামিয় মে কহিলাম তোমালে।
তোমা পঞ্জনে মম গুরুতি অতিশয়।
অতএব তব কার্যে করি ধন্যঃ।
কামানোকাকে সেই চিন্তায় আমালে।
অগুলুক তারে রাধি বিপদ সাগরে।
অগুলুকাদে মোর লয় যেই জন।
তাহার নাহিক ভয় বলের নন্দন।
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে।
সেই মত মুক্ত আমি করি ভক্তসমূ।
কুমি প্রিয়ন্ত্রু মম ইন্দোরের নন্দন।
অতএব তব কার্যে করি প্রণাপে।
এই শুনি ধন্যঃ হইয়া পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রাণ।
জয়ন্ত বথ কথা অমৃত সমান।
কাশ্যপে দাস কহে শুনে পুণ্ডরিকাম।

তোমার বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ।
লাখ দিয়া যায় দুঃখদায়িনের নন্দন।
দেবী ধায় ঘটাৎকচ মহাকুজ মন।
অদ্ভুতীর্ণ গদা সোটা মিল বীর হাতে।
হালিতে হাসিতে মারে দোষের মাথে।
বৃদ্ধাধা যেন সরিয়াপৃষ্ঠ চূর্ণ হয়।
সীমত পড়ে দুঃখদায়িনের তনয়।
দোষের পাতি দেবি কালেন দুঃখসন।
হামাকার করি কানে যত যোদ্ধাগণ।
পুৰুষকালে দুঃখসন মহাকুজ হয়ে।
হাতে ধনু করি আসে দিব্য শর লয়ে।
দুধসন পুরীয়া যোড়ে চৌঘো চৌঘো শর।
দেবি ঘটাৎকচ বীর হরিষ অন্তর।
দুঃখসনে মাকি বলে ঘটাৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ সোতে হইয়া হৃদিত।
কৈলুক দেখিতে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অনিন্দ পাঠাত তোরে যেমন সন।
এত বলি দিব্য অন্ত মিল ঘটাৎকচ।
দশ বাণে মিঙকের কাটক করে।
আর দশ বাণ এঘো পুরীয়া সন্নায়।
দুঃখসন অগ্নি কাটি করে খান খান।
চিহ্নিত হইয়া পড়ে দুঃখসন বীর।
রণ তুঢ়ি পলাইল হহয় অম্বর।
দুঃখসন ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবার।
সংহরন করি বুলে নির্জন শরীর।
নানা মায়া করি বুলে মহারের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচ্ছন।
কোন কালে অমি রূপে দেহে সন্নায়।
দুঃখেন্দ্র দশ যোড় হয় মহাবহ।
চিহ্নিত ধরি কোথা হইতে করে নাশ।
দেওয়া কোন্নেগন গণিল তরস।
ঘটাৎকচ যুদ্ধ দেবী ধর্মের নন্দন।
দুধ ধনু করিয়া করেন শুধুকাণ।
কৌবের দলে হেল মেনান অন্তর।
এক ঘটাৎকচ বীর কৈল মহাবার।
নৈনাগন পড়ে দেবি কানে দুঃখেতোধ।
হেনকালে আসে করণ রবির নন্দন।
তবে ঘটাতংকং বীর কুপিত অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর অর্ঘয়ে সমরে।
লেখা জোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সবে তাজিয়া সমর।
বায়ুবেগ ধায় তত অথ আসোয়ার।
পলাই পদাতিহানি লেখা নাহি তার।
হেমমতে ঘটাতংকং করে মহামার।
কোম্ববের দলে উঠে শব্দ হাঙ্কার।
হেমকালে অল্পনু আইল রবক্সন।
মহাপলাশক বীর অধিরূপ সাহস।
রাক্সসের সেনা লয়ে বাইল সমর।
পর্বত আকার বীর মহাশয়ক্র।
রাক্সস দেখিয়া গায় ঘটাতংকং বীর।
মহাগদা হাতে করি মির্জায় শরীর।
গদা প্রহার করে রক্ষস উপর।
অনেক রাক্সস মায়ে সংগ্রাম ভিতর।
অথ হস্তী প্রদত্ত মুখে যা পায়।
গদা প্রহারে বীর ধূল্য করি ধায়।
কোটি কোটি সেনা পড়ে না। যায় লিখন।
দেখি পলাইয়া যায় যত লৌকিক।
তবে ফোয়ে অল্পনু রক্সস ঈগর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর।
তবে ফোয়ে ঘটাতংকং ভেমের কোথায়।
গদা এইহিরল অনেকের উপর।
গদার প্রহারে বীর হইল জ্যাক।
পত্র পেয়ে উঠে গিয়া আকাশ উপর।
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে যোগ রণ।
দেখিয়া কুপিত বীর হিজিয়া নন্দন।
অন্তরীক্ষে ঘটাতংকং উতির সহার।
মহাযুদ্ধ করে দৌহে শূন্যের উপর।
মহাত্মাসে অল্পনু মোহ কুকাইল।
দেখি ঘটাতংকং ধায় কুপিত হইল।
মায়া করি কুকাইল হিজিয়া নন্দন।
দেখি ভয়ে রক্সস পলায় সেইংখান।
তথা হৈতে অল্পনু নামে রণস্থ।
দেখিয়া ধাইল ঘটাতংক সহাবল।
পুনরাপি দুইজনে হইল সংগ্রাম।
না মায়া করে বীর অতি অনুপম।
বিস্ময় রথে অলসুষ করি আরোহণ।
ভীমের নিম্নে করে বাণ বিরুদ্ধ।
তবে করো একোলা বীর গদা লয়ে ধায়।
বিধাতা মহারাজে করে দুইহইল জঞ্জার।
পুনরাপি গদা লয়ে ধাইল সহর।
মহারাজে করে দুইহইল জঞ্জার।
গদার প্রহরে দোহে হইল জঞ্জার।
পুনরাপি রাক্ষস হইল লুকিয়া কয়।
কোথায় আছে কেহ দেখিতে না পায়।
কতক্ষণে রাক্ষস আইল আরোহণ।
দৈনের উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িয়াখন।
পুনরাপি দুইজনে করে মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি দোহে করে সমর।
বাণাতে দোহার অঙ্গ হইল জঞ্জার।
তবে কোপে বাণ একোলা গোতাল্কচ বীর
বাণে বিধে অলুসুষ করি অক্ষর।
সহিতে তার অঙ্গে দিল জঞ্জার।
পুনরাপি লুকাইল রাক্ষসের পতি।
পুনরাপি লুকাইল রাক্ষসের পতি।
মায়া করি পর্বত হইল নিশাচর।
শত শূন্য ধরে তার মহারাজ।
তার এক শূন্য রথ রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে পর্বত হইল শীর্ষপতি।
মহাশক্তি করি পড়ে দৈনের উপর।
রথমূর্ত চুরি করে সংগ্রাম ভিতর।
দেখি গোতাল্কচ বীর ধাইল সহর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্বতের উপর।
পর্বতের শূক্রে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধাইল অলুসুষ।
এক গদায়ে তার মায়া কৈল চুরী।
অলসুষ পলায়ায় গেল অতি দুর।
পুনরাপি রাক্ষস আইল আচরণ।
দেখি ধাইল গোতাল্কচ নহে কিহু ভীত।
একলাফে চড়ে তার পথের উপর।
অলসুষ রাক্ষসের ধরিল সহর।
চুলে ধরি রাক্ষসের ভূমতে পড়িল।
মুকুটের গায়ে তার মন্তক ভাঙিল।
অলসুষ পড়িল তরাদ কুমূদল।
মহামার গোতাল্কচ করে রণস্থল।
মহারাজের রথে অমৃত-সমান।
কাশিরাম দাস করে শুনে পুনরাবান।

গোতাল্কচ করুণ অলুসুষ বধ।
পিতার মরন দেখি অলসুষ বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্জন শহর।
হৃদির উপরে বীর আরোহণ কর।
না মায়া করে বীর হাতে ধনু ধর।
দেখিয়া ধাইল গোতাল্কচ মহাবল।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্তল।
পৃথিবীতে দেহ দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলায়ায় রাক্ষস তুলন।
পুনরাপি লুকাইল চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে।
সম্ভাব্য পুরিয়া বিধে গোতাল্কচ বীরে।
সর্ব অঙ্গ রঘুরাম হইল রূপরে।
তবে গোতাল্কচ বীরের ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মায়ে তার পথের উপর।
গদার প্রহারে রথ চুরি হরে গেল।
লাফ দিয়া অলসুষি ভূমি পড়িল।
ধনু অঙ্গ এলেতে তবে গদা মিল করে।
গদা যুদ্ধ করে দোহে সংগ্রাম ভিতর।
মহাকোপে তাক হাতে করে মায়ের মারে।
দোহে দোহাকারে করে গদার প্রহার।
মণ্ডলী করিয়া দোহে ফেরি চারিত।
কোপে রঘুরাম হাতে অতি বিপ্রত।
তবে গোতাল্কচ বীরের মহারাজ কৈল।
অলসুষির সবাবরে গদা প্রহার।
দুর্গার প্রহারে হস্তে কেঁদে হৈল।
সম্ভাব্য কেপে বীর ভূমি পড়িল।
গদি কাটা গেল বার অন্ত নাহি আছি।
চড় চাপড়ে তের করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটতোকচ তীরের নন্দন॥
রথধান সাদায়ি ধরে দেইলক দেশ।
এক টানে ফেলে বার ধারণ যোগেন।
হেমনতে পাঞ্জারাজ তাজলি জিন।
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চংকার।
কোপের সেনাগণ গলিল অদায়।
মহাযুগের বলে শন সবর্ধন যোগধান।
সবে মেলি ঘটতোকচ করে নিন্দন।
সর্বনাশ বৈল মহ ভামার নন্দন॥
কিরূপেতে ধর হবে আধিকার রণ।
ঈহার বিধান সবে কাহ ত আমারে।
ঘটতোকচ বধ করি কিমত প্রকাশে।
ঘুর্যাধন কাতর দেখিয়া সর্বজন॥
রথে চড়ি ধার সবে করিবারে রণ।

গদি কাটা গেল বার অন্ত নাহি আছি।
চড় চাপড়ে তের করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটতোকচ তীরের নন্দন॥
রথধান সাদায়ি ধরে দেইলক দেশ।
এক টানে ফেলে বার ধারণ যোগেন।
হেমনতে পাঞ্জারাজ তাজলি জিন।
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চংকার।
কোপের সেনাগণ গলিল অদায়।
মহাযুগের বলে শন সবর্ধন যোগধান।
সবে মেলি ঘটতোকচ করে নিন্দন।
সর্বনাশ বৈল মহ ভামার নন্দন॥
কিরূপেতে ধর হবে আধিকার রণ।
ঈহার বিধান সবে কাহ ত আমারে।
ঘটতোকচ বধ করি কিমত প্রকাশে।
ঘুর্যাধন কাতর দেখিয়া সর্বজন॥
রথে চড়ি ধার সবে করিবারে রণ।

গদি কাটা গেল বার অন্ত নাহি আছি।
চড় চাপড়ে তের করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটতোকচ তীরের নন্দন॥
রথধান সাদায়ি ধরে দেইলক দেশ।
এক টানে ফেলে বার ধারণ যোগেন।
হেমনতে পাঞ্জারাজ তাজলি জিন।
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চংকার।
কোপের সেনাগণ গলিল অদায়।
মহাযুগের বলে শন সবর্ধন যোগধান।
সবে মেলি ঘটতোকচ করে নিন্দন।
সর্বনাশ বৈল মহ ভামার নন্দন॥
কিরূপেতে ধর হবে আধিকার রণ।
ঈহার বিধান সবে কাহ ত আমারে।
ঘটতোকচ বধ করি কিমত প্রকাশে।
ঘুর্যাধন কাতর দেখিয়া সর্বজন॥
রথে চড়ি ধার সবে করিবারে রণ।

গদি কাটা গেল বার অন্ত নাহি আছি।
চড় চাপড়ে তের করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটতোকচ তীরের নন্দন॥
রথধান সাদায়ি ধরে দেইলক দেশ।
এক টানে ফেলে বার ধারণ যোগেন।
হেমনতে পাঞ্জারাজ তাজলি জিন।
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চংকার।
কোপের সেনাগণ গলিল অদায়।
মহাযুগের বলে শন সবর্ধন যোগধান।
সবে মেলি ঘটতোকচ করে নিন্দন।
সর্বনাশ বৈল মহ ভামার নন্দন॥
কিরূপেতে ধর হবে আধিকার রণ।
ঈহার বিধান সবে কাহ ত আমারে।
ঘটতোকচ বধ করি কিমত প্রকাশে।
ঘুর্যাধন কাতর দেখিয়া সর্বজন॥
রথে চড়ি ধার সবে করিবারে রণ।
বিষয় সময়ে সেনা করিল নিধন।
বিষয়ে বসিয়া দেখে সর্ব দেবগণ।
শোককুল দুর্ঘোধন হইল মৃত্তিক।
জানহীন হৈল যেন নাহিক সন্ধিত।

কণ কণে ঘটাৎকচ বধ।
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে ভাবিতে তার হরণ শুরু করায়।
চিন্তায় উপজিল ঘর ঘর কাপি।
আগুন দুটি গায় হয়ে অনুভাবী।
হোকালে অস্থায় দোষের নদন।
কর্ণের কণ শুন অমর বচন।
একাদশ অন্ত্র আছে তোমার সদন।
বজ্রের সুশয় অন্ত্র নহে নিবর্ণে।
সেই অন্ত্র এড়ি মার শীর্ষের নন্দ।
অবশ্য সংহার হবে না যায় গণ্ড।
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে কঠন দুঃখে তোমায়।
কণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিতি আদি তাহার করণে।
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
তাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে ঠান।
এই অন্ত্রায়ে যদি ঘটাৎকচ বধি।
নিশ্চয় লিথিল মম যুদ্ধ তবে বিধি।
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা তার এই সংঘটন।
বিদ্যমান অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
জন্য করি রাখিয়াছি তাহার করণে।
অপরথ্যা বলে ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটাৎকচ কর সমাধান।
ইহার হাতেতে যদি রক্ষণ পাওয়া রজন।
তবে অর্জ্জুনের তুমি বধিবে জীবনে।
এত শুনি কণ কহে আনন্দিত মন।
ভাল যুক্তি কহিলা হে শুরুর নদন।
দুর্ঘোধন বলে শুন কণ ধনুশ্চর।
এই অন্ত্র ঐশ্বরিয়া রাক্সস বধ কর।
সব অন্য বার্থ করি ধায় বাণপতি।
বঞ্চিত মিত্রদের গতোৎকর রহিম।
রণায়নের যুদ্ধ হইল বীরবর।
কারিয়া মুল্ল শুন পিতা রুকোদর।
হেন রুষি অন্তরক হইল আমার।
মুকুলের কি করিব তব উপকার।
এত শুনি রুকোদর শোকেতে আকুল।
কারিয়া মুল্ল চাপি পড় কুরুকুল।
করমাণ করিয়াছ অকুল সংসারে।
দাস সংসার চাপে পড়িয়া স্বপ্নগুণে।
এত শুনি গতোৎকর হইল অধিবর।
ধ্বস যেজন দীর্ঘ করে কলেবর।
কুরুল চাপিয়া পড়িল মহাশূন।
ফান রথ অধ করিলেক চূর।
শত শত হস্তি পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দুষ্ট।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অস্ত।
কুরুল ক্ষয় করে ভূমির নন্দন।
সেখ মোকানেক তাহে যত বদ্ধজন।
হই দলে হইল ক্ষমন কোলাহল।
প্রনয়ের কালে যেন কর্ম কেলালী।
বিন্ধয় প্রহর রাতি ঘোর অন্ধকার।
এই কালে গতোৎকর হইল সংহার।
রোমন করে যত পাগলের সেনা।
কুরুকেল জয় জয় বার্ষিকে বাজনা।
হৃদরম্য ঘটোৎকর বর্ধক।
কাশিরাম দাস কথে গোবিন্দের পদে।

কীর্তির মিষ্টে কৃপণ উদগ করিয়া গোল।
ধুনি বলে শূন্ত পরাক্রিয়ের নন্দন।
মুক্তে ঘটোৎকর হইল নিধন।
পুরুষ দেখি তীর্থ করণ রোদন।
হাতে পশা করি ধায় মহারক্ষ মন।
সুখ নাশ হেজু যেন লীলাধিমান চও।
সেহমত করে বীর সৈন্ত লগ্ন ভূঁ।
যত শত হস্তি পড়ে গদায় গ্রহণে।
নিমিত্তে পদাতিক দিল যমোর।
ভীতকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ।
সমস্ত রজনী মুর্তি করি দৈত্যগণ।
গদায়তে কুরু কুরু হইল সবর্বজন।
সুখায় তৃণায় অবসন্ন কলেবর।
রথিগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর।
ছব্যোধন ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অত্র করি রথী পড়ি যায় রথে।
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনকাল।
সেখের দুর্গতি দেখি তাপিত ছড়াই।
কারিয়া বলেন পার্থ শুধু বচন।
আজিমার যন্ত যুদ্ধ করি নিবরণ।
ঘূতায় তৃণায় সবে হইল গীতি।
এত শুনি সর্বজন হইল আনন্দত।
ধন ধন বলি পার্থে বলেন বচন।
মহাশ্রমীন তুমি ইন্দ্রের নন্দন।
দয়াশ্রমীন তুমি মহাশ্রম।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয়।
এই বলি আনন্দত হইল নেনাগণ।
নিদ্রায়কুল হ'য়ে সবে পড়ে সেইকাল।
রণষ্ঠলে পড়িলেন হইয়া কাতর।
রথিগণ প'ড়ে গেল রথের উপর।
গজেতে মাহত পড়ে অথো আনোয়ার।
কুথিরলে পড়ে সেঞ্চ শরার আকার।
রাজগণ পথে পড়ে মৃত্যুপ্রায় হ'য়।
রতন মুকুত সব পড়িল খনিয়া।
কন্দর্প সমান রূপ কোলাহল শরী।
রূপকী বলিয়া সবে মহাবর।
বিনা মাহ পালঙ্ক হনি নহি হয়।
রাজচক্র সবে পঞ্চায় তনয়।
স্বর্ণ প্রিয়া জলে রামাগুহ মাঝে।
কুম্ভম শয্যায় নিদ্রা নায় নহাচাঙ্গ।
মনোহর নারীগণ করিয়া সেন।
এমন করিলে নিদ্রা যায় কলাচ।
হেন সব রাজপুত্র নন্দায় যোদন।
রণষ্ঠলে নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন।

ভীতকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
প্রণাম করিয়া কহে রবির ভনয়।
কোনো দেশে ঘরত্ব কহ মহাশয়।
কিসের কারণে হেথা গমন তোমার।
বিবেঁতিয়া কহ মোরে সব সমাচার।
অশীতিদাদি করে কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সুখের নন্দন।
এত শুনি করণ বলে কহ বিজ্ঞবর।
কোনো দেশে অভিলাষ মাগে সতর।
ইন্দর বলে সত্য আগে কর ধনুরধন।
তবে সে মারিব আমি তোমার গোচর।
এতেক শুনি। করণ ভাবে মনে মন।
নাহি জানি বিঘঞ্জের আসে কোনজন।
যে হোক সে হোক মম সত্য অঙ্গীকার।
যেই যাহার মাগে দিব প্রতিজ্জ্ব আমার।
এত চিন্তে কহে করণ শুনি ভিজ্ঞবর।
বিবিশ্ব দুঃখ করে করণ ভাবে মনে মন।
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
স্তুতি প্রাণ তাহ দিব না করি বিচার।
এত শুনি কহিলেন করণের গোচর।
কবর কূলুণ দান করহ সতর।
বিশিষ্ট হইয়া করণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সুর্যাক্ষা হইল মম।
যোজন করণ বলে করি নিবেদন।
জানিবু আপনি কুমি সহস্রলোচন।
অনন্তরের হেথা কুমি আলিয়াছে হেথা।
কূলুণ কবর দিব কত কত কথা।
প্রাণ যদি চাহ তব না করিব আন।
এত বলি করবীর করিল প্রণাম।
পুনরাপি করণ বলে শুন মহাশয়।
অনন্তরের হেথা কুমি কেন কর ভয়।
অনন্তরের সথে কূলুণ কমললোচন।
তাহার মারিবে হেন আছে কোনজন।
অামারে মারিবে পার্থ না যায় খুলুন।
কূলুণভূমে যখন হইবে মহারাণ।
এত বলি করণ বীর হতে বড়ুড়ি লৈয়া।
অন্ত কাটিয়া কবর দিলে সে খুলিয়া।
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরুষদের।
কোন হয়ে বিলুপ্ত মারা লেগ বর।
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মেঘানন।
একত্রি অর্জু দেব মনে কর দান।
কর্ণের একাকী অর্জু দিয়ে পুরুষদের।
কবুল লল্লে গেল নিজ ঘর।
জ্ঞান সম বাণ সেই নেই নিবারণ।
ধারায়ের মারিতে কর্ণ রাখিল যতন।
বহুদিন গুপ্ত রাসে কেহ নাছি জানে।
ঘটাত্ত্ব হন্তে দেখে সকল সংহার।
তথা কর্ণ তাবে করিল প্রহর।
ঘটাত্ত্ব হেতু যুদ্ধ নিহত তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কৃত্তিবাস কুমার।
তথার শেষক না করিয়ে ধন্যত।
আপনার বিষ্ণু জানি শক্তি কর কম।
রুদ্রের বচন সেব হরষিত মন।
শিখিতে গিয়া দেখি করিল শয়ন।
নায়কতাত্ত্ব কথা অপূর্ব কাহিনী।
সংহার সাগর ঘোর তরিতে তরণ।
অবহেলায় রেই জন শুনে মন দিয়া।
নাইকের বর্জ্য যাগ চতুর্ভূজ হইয়া।
কাশ্যাপ দান প্রণামে সাধধুনে।
চুরি করি ভজ ভাই গোবিন্দ চরণে।

যুদ্ধ কৃপারাজ্যে যুদ্ধ।
যুদ্ধ বলে অনস্ত শুন রাজন।
শাষ্টতে আইল সবে হয়ে একমন।
সংলগ্ন চলি যান কৃষ্ণ ধজ্জয়।
হই স্মট্যে কোলাহল হইল অল্পর।
সহিত যোদ্ধা করিয়ে সমর।
বাণ রূপী করে যুব বরে জলধর।
ভাও হর্ষেয়ানন্তে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
গাত্রিক সহিত করণ করো সমর।
জ্ঞানের সহিত যুক্ত পাঞ্চালনন্দন।
নিরীক্ষ সহিত সোমদন্ত করে রণ।

সহদেব শক্তি করন্তে ঘোর রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে হর্ষানন।
ভগদত্ত সহ যুক্ত পাঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টিপ্রের সহ মন্দপতি করে রণ।
শিতাগীত্ত যুদ্ধ ঘোষণার মনন।
সমানে সমানে হয়ে ঘোষ মহারাণ।
প্রকাশকেতে যেন মেহের পরন্ত।
সেই মত যোদ্ধাগণ করণে তর্কজন।
কুপাচার্য সহ জৰারাধনের তনয়।
কৃত্ববর্ষে চেতিকান মহাযুদ্ধ হয়।
কাশ্যাপ সহ যুক্তে প্রফুল্ল নৃত্য।
শতনিক করে যুক্তে পোরাই সংহার।
হেমন্তে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোরে করে সবে অন্ত বরহর।
ধীম সনে গন্ধে যুদ্ধ করে ধর্মযোধন।
আছে দেখিয়া সবে চমকিত মন।
নকুলেতে হর্ষানন হয় মহারাণ।
কোপে দৌলকারে দৌহে করে প্রহর।
সমন্ত পূর্বিতার বীর মন্দরাহত।
হর্ষানন অন্তে বাণ মহারিল বহত।
কবুলে ভেজিতা অন্ত করিল প্রবেশ।
শোষিত পড়ে অন্তে অগ্নিপ্রত্য দেশ।
অজান হইয়া বীর রথের উপর।
খনিয়া পাঠিল হাত চৈতে ধন্নুশর।
তবে কতক্ষণে বীর পাইয়া চেতন।
ধন্নু ধরি হর্ষানন এড়া অগ্নিক।
দুই জনে বাণ এড়া দৌহে ধন্নুশর।
দৌলকার বাণে দৌহে হইল অন্তর।
তবে কোপে নকুল এড়িল দুই বাণ।
রথচন্দন কাটিতা করিল ধন্নু ধান।
আর দুই বাণ বীর এড়া আচরিতে।
সার্থিক মাথা কাট পাঠিল সুমিতে।
সার্থিক পাঠিল রথ হইল অচ্ছন।
দেখি তবে হর্ষানন হইল বিশ্লেষ।
ধর হর্ষানন বেঙে প্লাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাঁসিতে পাঠিল।
ভগদত সহ যুথে পাষাঙ্কল ঈধর।
বাপ্পুটি পরস্পর দৌহার উপর।
পর্বত আকার হইত করি আরোহণ।
ভগদত সম্মত যুথে পাষাঙ্কলন।
প্রাণস্তুত দিয়া অত্য এডিল ভগদত।
কোট পাথে ভগদত যেন তৃণবধ।
বাণ বার্ষ দেখি তব পাষাঙ্কল ঈধর।
ভগদতে এগারিল তীর্থ পঞ্চ শর।
কবচে নেভিয়া বাণ অন্তর এবং তীতিত।
ভগদতি অণ্য হইতে নশিত বিহির।
স্বর হইয়া ভগদতি পুরি সন্ধান।
ভগদতের কথা কাটি করে হই গান।
দীঘি তুঙ্গ কাটি পাথে ভগদত।
নারক ভগদতি এন্দু হই বাণ।
মারিল পাষাঙ্কলে বিষ্মীদ সন্ধান।
ভগদত পাড়িল দেখি রাজা যুধিতর।
মহাশোক হইলেন নিতান্ত অস্থির।
হায়কার শর করে যত সনাগণ।
পিতৃশোকে ধুঃখান্ত হইল অচৈতন।
আনন্দিত কূরুসাত্ত্ব হাড়ি সিংহসাদ।
পাণ্ডবর দলে বড় হইল বিয়াদ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

বৈষ্ণবরের উপায়াণ্ড ও ভগদত বধ।
অত্যন্ত বলেন কত করে অবধান।
হের দেখ ভগদত অনুল সমান।
দৈত্যগণ কষ্য মহ করিল বিন্দু।
অতএব রথ তুমি চালাও সহর।
আজি আমি রণে তারে করির নিধন।
নিশ্চর প্রতিজ্জ মহ শুন নারায়ণ।
এত শুনি গীতগীতি হইয়া আনন্দিত।
ভগদত বধে রথ চালান তুরিত।

বায়ুবেগে চলে রথ পলব সমান।
ভগদত সমধুর্য্য আইল সেইঙ্গ।
অত্যন্ত দেখিয়া ধায় ভগদতরায়।
বাপ্পুটি করে যেন মেহে ফেলে নীর।
তঙ্জন করিয়া বলে অত্যন্তের প্রক্ষ।
আজি যুধ কর পার্থ আমার সংহার।
অন্য করিতে আজি তোমাকে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্জ এই জানির আমার।
এত শুনি কোপবন্ধ পার্থ ধুমকের।
দাকিয়া বলেন গর্ভ তন্ক বর্ধ।
কোন কর্ম করি তোর এই অহঃকার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্জ তোমার।
এইঙ্গে সাঙ্কাতে দেখিয়া যোদ্ধাগণ।
অবশ পাঠাব তোরে ধেমর সন্ধ।
অত্যন্তের কর্দুবার শুনি ভগদত।
মহাকোপে চলাইয়া দিল গজমত।
বায়ুবেগে হতী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিনিতে হইলেন দামোদার।
তথা হৈতে রথ রাখিলেন একভিত।
রাজা যুধিতর হইলেন আনন্দিত।
পুনর্দু হইলেন হইল সমর।
ভঙ্গ অত্যন্ত এডে দৌহার উপর।
কোপে তঙ্জন বধে পুরি সন্ধান।
অত্যন্তের প্রাচীর চোখ চোখ বাণ।
তবে ধন্যস্ত বধে পুরি সন্ধান।
ভগদত বাণ করিলেন খান খান।
কাটোন সকল অত্য পার্থ কূখুলী।
নারক মারিল বধে কূখুলী।
দারুণ প্রহরে করিব বিকল হইল।
বজ্ঞাতে হেন গিরিশুঙ্গ বিধারিল।
হতী যদি পাড়িল দেখিলে ভগদত।
হেনকলে নারকী যোদ্ধায় এক রথ।
ষটি ষটি হতী সেই রথখানে বহে।
বিন্যাস মানি। সর্ব যোদ্ধাগণ চাহে।
হেন রথে ভগদত চড়ি সেইঙ্গ।
অতি কোপে করিলেন বাণ বরিষণ।
ত বাণ এড়ে বীর পুরীর্যা সন্ধান।
নিমে করেন পার্থ তা হাঙ্গ খান খান।
গণের দেখি তবে ভগদত্ব বীর।
অক্ষরু উপরে মারে চৌষট্টা তোমর।
নিরালি না পারেন পার্থ ধন্মদ্ধর।
গণা। হইলেন অক্ষরু অষ্ট শ।
ধরতর ভোতে বহে অগ্রের মূর্তির।
চতুর্থ হইলেন রবের উপর।
কেহ করি তখন করিহ দামোদর॥
তি হেহু অশক্ত তোমা দেখি আজি রেন।
থা মন নর তুমি কিসের কারণে॥
চর্চা করিলে ভগদত্ব মারিবারে।
তো কেনে অচেতন হইলা একবোর।
ভগদত্ব কয় কর ভরঞ্জ দিয়া বাণ।
অস্ত পুরীয়া তুমি করহ সাক্ষা।
আন্ধ গেহ দেখে দেখ হুচ্ছ হৃদঘর্থোধ।
দেখ কুরুকুল সব অসঙ্গ বদন॥
কুর্মের বচন পার্থ ভর্তলিত হইল॥
নিবাল অন্ত মুখলেন ধৰ্ম সক্কারি।
গত ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
গুপ্ত ধারাতে যেন বরে নবস।
প্র মিনা লৈমুজমধ্যে নাথি দেখিয়া আর।
ধিকুন হইল যেন ভরো অশ্রুকার॥
যজ্ঞীত ভগদত্ব পুরীয়া সন্ধান।
নিমিত্তেকে নিরালি অক্ষরুর পুণ।
তবে কোপে ভগদত্ব কহে অক্ষরুনে।
এই অশ্রু ধন্মও ভরঞ্জ তোমার॥
দেখা কেমনে অন্ত কর নিবাল।
এই বলি ভগদত্ব করেন তর্কনু।
বীর্য নামেতে বাণ বসাইল চাপে।
হই দেখি দেবগণ ইন্দ্র আদি কোপে।
সন্ধান পুরীয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বীর্য অনেক অনেক সমান।
দেখিয়া বীর্য বাণ দেব নারায়ণ।
চিন্তাগলি হইলেন অক্ষরু কারণ।

অক্ষরুর পরুর্বাৎ কৰ্রি দেব নারায়ণ।
রুক পাতি আপণি দিলেন সিক্ষণ।
রুক্ষকের শতরাহ আপি লিঙ্গ হইল বাণ।
দেখি যত যজ্ঞাকার হইল কৰিণ্মাণ।
এতেক দেধিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
রুক্ষকুলী করিয়া করেন নিকেন॥
অক্ষরু বলেন দেব কর অধবন।
কি কারণে হরেতে ধরিলা তুমি বাণ।
কোন কঞ্জে নূনে তুমি দেখিলা কথন।
এব অক্ষ ধর তুমি কিলের কারণ।
শ্রীকুঞ্জ বলেন সখে কলিয়া প্রমাণ।
তোমাতে তীহতে নিবালন নহে এই বাণ।
বীর্য অগ্রের তুমি না জান মহিম।
মহাতস্তেজস্য অনে নাহি৷ তার জীম।
অক্ষরু বলেন রক্ষ কহিবার আমার।
হেমনার অক্ষ একে দিলেক উহারে॥
নিবালন নহে অন্ত কিসের কারণ।
ইহার মুক্তান্ত যোগ কহ নারায়ণ।
শ্রীকুঞ্জ বলেন পার্থ কহ তব সন্ধ।
চারি মুর্তি মন তুমি জনদে প্রমাণ।
এক মুর্তি তপস্যা করেন অক্ষরুক।
আর মুর্তি বিক্ষুদ্র করেন পালন।
আর মুর্তি ধরি টাকরি যে হস্তন।
অন্তরপে এক মুর্তি সংসার কারণ।
নরক পাইল অনে আমার সন্ধ।
তাহ। হঠতে পার পুরীতুম, সে দিল নদেন॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ব মহারেগ।
অন্ত শতর চিঙ্কন বলে মহাতেজ।
এই অন্ত এরূপে জিনিষ্ট তৃষ্ণাগুল।
ভগদত্ব সহ সখে কৈল অঘোৎ।
কদাচিত বাণ যাহ সহ চক্র হয়।
অব্যর্থ বীর্য বাণ কৃত্য বাণ নয়।
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অণ্ড।
পুনর্দৃষ্টিকে কাহিল গদাহন।
ঋক্তু বীর্য অনেক ভগদত্ব বীর।
এইকালে কোনুিরি কাটিত তার পির।
তব ভাষ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রন।
বিনা ক্ষুদ্র বর তাতে করেহ এখন।
আছিল বাণের ভেজে বিন্যস্ত সমান।
সময়ে হইত, কার শক্তি আপনান।
এবে কিন্তু ঠিক নাহি কর ধন্ন্যশ।
এক্ষণে হইতে জ্যোতি জানিহ নিচু।
এক সূনি ধন্ন্য হরিতমি মন।
সময় পুরীয়া এড়িলেন অল্পকণ।
কৌপে ধন্ন্য বীর এড়ি পঞ্চবন।
ভগদত ধনুক করেন খান খান।
আর ধনু ধরি ভগদত করে রণ।
সেই ধনু ধন্ন্য করেন তখন।
পুং পুং ভগদত যঃ ধনু লয়।
ক্রম সব কার্লেন বীর ধন্ন্য।
কৌপে ভগদত বীর শক্তিং নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিয়া শক্তি অঙ্কুনের মাথে।
ধনু টকারিয়া। পার্ব্য মারিলেন বাণ।
কার্লেন তার শক্তি হেন শক্তিমান।
অজ্ঞান এড়ি বীর পুরীয়া সময়।
ভগদতে মারিলেন কুলিশ সমান।
হুইখন হ’য়ে পড়ে রণের উপর।
এক ধায় ভগদত গেল যমদর।
রণেত পড়িল ভগদত মহাবীর।
দেখি হুইখন রাজা হুইল অভিন্ন।
ভগদত রথ রথের সারণি সত্ত্ব।
ভাঙান করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতত।
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপান।
হেন বীর নাই নিবারণে রথান।
দেখি কৌপে ধায় বীর পবনন্দন।
সাবধানে সাপুটিয়া ধরে রথান।
বায়ুবেগ রুকোদর ফেলে রথান।
দেখিয়া কৌরব দল হৈল কম্পমান।
জ্যোপন্তক পৃষ্ণ্যকথা ভগদত রথে।
কাপিরাম দাস কেহ গোবিন্দের পদে।

কৌপের চন্দ্র ধরুম।
মুনি বলে মহাশয়, শুন ওহে জয়ঙ্গ।
হেন মতে পড়ে ভগদত।
দেখি রাজা হুইখন সোকেতে আকুল আরোহণ কৈল গজনত।
অম্বায়া নামে হস্তি, তার তৃণ্য অত্যন্তি এনাম উত্তম গজনত।
বর্ণে যিনি জলধর, ঐশ্বর্যস্ত সম শেষ বিহিতে বড়ই ভয়ঙ্ক।
তাহে আরোহণ করি, আসে কুর অধিকার।
যথা আছে বীর রুকোদর।
হাতে গদা ঘোড়ত, হুইখন নরপত তীমতেন করিতে সমর।
দেখি রায় রুকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্ক শনম মহাবীর।
মহাকৌপে অঙ্ক কৌপে, দশনে অধর চাট বজ সম করিতে শরীর।
গদা যেন কাল দণ্ড, দৈন্ত করে লও তা এক ধায়ে মারে শত শত।
হস্তি অখ পড়ে যাত, লিথিতে না পারি ত শত শত চূর্ণ করে রথ।
আনন্দিত রুকোদর, যুদ্ধ করে ঘোড়ত বায়ুবেগে ধায় মহাবীর।
কৌপে ভয়ঙ্কর ঠকু, মুর্তি যেন রুক্ত।
দেখি আনন্দিত মুখ্যিত।
হেনকালে হুইখন, করিবে আরোহণ গদা লয়ে ধায় মহাবীর।
দেখি সত্য যোদ্ধাগণ, সবে সংক্ষিপ্ত।
সংগ্রাম হইল ঘোড়ত।
তবে কৌপে বায়ুবেগ, হ’য়ে যেন যমদু গদাতে ভালিত তার মুখ।
ব্যাঙ্গাতে যেন সিরি, সেইমত পড়ে ক মন্তক হইল খুৎ খুৎ।
ভয়েতে কমিত মন, একলাকে হুইখন।
হস্তি এড়ি পড়িল ধরুম।
দ্বারা নয়ে চুই করে, গৌড়ালিক বুকোদরের, বজ্রায়াত যেন শট শুনি।
দ্বারাতে বুকোদর, কোপে কল্পে খর খর, ধরলেন গায়। দূরধার।
গৌড়ালিক শনি বিশির যেন গুহায়, যুগান্তের সমবর্তী, সংহার করিতে যেন স্তণ্ডী।
তাত কোপে বুকোদর, মায়া গায়। খরতর, দুরধারণ রাজ্যের উপর।
দ্বারাতে দুরধারণ, অঙ্গ কাপে যেন গায়, পলাইল ত্যজিয়া সময়।
লালাল সন্ধি দেখি, মায়েয়ান হয়ে হৃদয়, সাহায্য খুন সাহায্য।
পাখি মনে হয়ে হয়ে হৃদয়, সাহায্য খুন সাহায্য।
লালাল তালিম, দেখি আনন্দিত দ্রোণ, আগরামি এলেন তখন।
রোগন পরিশ্রাম, এভি যথা অধ্যাত্ম, বিদ্যালিত তাতের হস্ত।
রোগন বহু বায়, অঙ্গে বন্ধে রুদ্ধর, পলাইল পবন তন্ময়।
লালাল সাহায্য কাপে, দেখি আনন্দিত দ্রোণ, বাগরাজি করেছে মহাকবি।
শত শত দৈত্য পড়ে, যেদিন যেমন বার, যোদ্ধাগণ হইল অশ্রুত।
তের কোপে ধন্ত্যায়, দেখি সৈন্য অপচয়, দুর আসে দ্রোণের সন্ধি।
কাপে করে বাণ্যায় যে সাহায্য স্তণ্ডী, দিয়া অন্ত কালে লাখে লাখে।
দ্বারাতের দশ বাণ, দ্রোণাচার্য বলবান, মায়েয়ার সমর ভিতরে।
শালীর দ্রোণের বাণ, পার্থবীর হতজ্যান, পণ্ডিতদের উপর উপর।
কাপে বিভূখ কারি, দ্রোণাচার্য গেল ফিরি, সোনাগণ করিতে বিনাশ।
কাপে কাপের বাণ, শীর নহে কোনা জন, যুধিষ্ঠির গণের হস্তাঃ।
কাপে কাপের রংবরে, দ্রোণের সমুখে আসে, তারে দ্রোণ করিয়ে সাহায্য।
দেখি যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুচক, পাপের নাহিক নিয়া।
দেখি রক্ত সন্ন নাশ, কোনে সম্ভুর তাষ, শুন দ্রোণ আমার বচন।
অথবা পূর্ব তব, আজি হয়ে পরাবর্ত, সীমা হষ্ট হইল মিথ।
কীন দ্রোণাচার্য বীর, হইলেন যে অমিত, মনেতে হইল বড় ব্যাস।
অথবা জন্ম দেখি, শুন্যবাপী হইল তবে, মিথা কিন্ত কহিলেন ব্যাস।
যুগলে ভাঙ্গিয়া পড়ে, চঞ্চুধূর্ত স্তান ছাড়ে, তবু মিথি। নাহি কহে মূর্তি।
অতুল কথা হেন হইল, কহিলেন নারায়ণ, এ কথা বিষ্ণু বড় মানি।
এত ভয়ি কোন দ্রোণ, শুন প্রেম নারায়ণ, তব মায়া লুকিয়া না পারিয়া।
পূর্ণ ব্যাস দিল বর, চারিয়ুস সে অমর, এবে কেন হেন কহ হরি।
পুনঃ কন দানোপ, বিবিশিল রুকোদর, হয় যে বৃহ তীর্থানে।
মিথি নাহি কহি মহী, নিষ্ণুজায়িক তুমি, অথবা পদ্মাজা পদ্মাজাছে রেন।
একই দ্রোণাচার্য পুড়িলেখে বীরেহৃত্য, পুনর্গুচ্ছ কালেন তখন।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি, যুধিষ্ঠির ধর্মের নন্দন।
তবে প্রতু নারায়ণ, কহিলেন সেইফাত, যুধিষ্ঠিরে তাকি নিজ পাপ।
অধ্যাত্ম হত বাণ, দ্রোণে কহ নৃপমণি, দ্রোণে জনে জনে মনোমণি।
শুনি রূদ্রের বাণ, কহিলেন পাপও মণি, কিরূপে কহিব মিথাবাপ্তি।
অভিতে বিখ্যাত কারি, দ্রোণ জিজ্ঞাসাবেদি হরি, মম বাক্যে সত্য হেন জানি।
কেমনে কহিব মিথি, যুদ্ধি নাহে এই কথা, যদি মম হয় সর্ববাপ।
বিষয়বস্তুতত্ত্ব কল্য, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন।

পুনর্বার নারায়ণ, করিয়াছেন বিজ্ঞাপন, এখানে করিয়া কহ উপাধি।

অখ্যাতম হতভাগী, আমি তাপ সত্য জানি, ইতি গজ পাঠাইলে উপাধি।

পুনঃ কন যুগায়, শুন শুন যাবার, অধ্যাপিত অধ্যাপন বিষ্ট।

মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী, উজ্জালার বলহ উভে।

এত শুনি ব্রুকাদর, কোনো কন্যা কলেবর,

কহি তালিগ সেইক স্নাতান।

হইয়া পায় নায্য, সকল নায্য তুমি, তত সত্য না জানি কেমন।

অধ্যাপন করিলে যদি, হয় লোক ঐত্যত্ত্ব,

কি করিল রাজা দুর্ঘোধন।

অধিম্যুগ গেল রেন, বেঁধি গেল যোদ্ধাগন।

এক মিথিল করিল বিকেন।

সত্যাবাদী সদা ধর্ম, তুমি কি করিলা কর্ম, নাশিলা সকল রাজাধন।

আসার কন শুনি, কহ তুমি নৃপমনি, এই কথা বর্ণ কন।

মোরে যদি পুুচ্ছ ওয়াৎ,কহি আমি পুুধুপুনর, কহি পুনঃ এক শত বার।

ন্তু বলি ব্রুকাদর, কইলেন মৃত্তক, অখ্যাতম হত মাত্রোকান।

শুন ওয়াৎ কহি সার, সমালোচন ঐক্যকার,

মান হতে অখ্যাতম হত।

জনাহ শরুর আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,

এই কথা নহে অন্য মাত।

এত শুনি কহে ওয়াৎ, পুনরায় না হয়, মন, তেজার কন বলিলে রুকোদর।

হই যায় মম হৃদ, কহে ধর্ম সহচরিত, নিজযুক্ত ধর্ম নৃপমনি।

ওহিলা ত নারায়ণ, কুপিত হইল মন,

কহিলেন রাজা যুথিষ্টার।

কহ তুমি নৃপমনি, এই কথা সত্যাবাদ।

তবে যদি বধিবে ওয়াৎও পনে।

তাহা শুনি ধর্মৰ, হইয়া বিদাড়ত, কহিলেন ওয়াতের গোচর।

অথখাতম হইল নাশ, ইতি গজ সত্যাবাদ।

জনহ শরুর এ উভে।

পুনরায় কহে ওয়াৎ, সত্য কহে রাজা, অখ্যাতম হইল বিনাশ।

কহেন ধর্মের হৃদ, অথখাতম হইল হে ইতি গজ সত্য এই ভাগ।

দোচু পুুচ্ছ যথারায়, কহিলেন তত্ত্বার,

সুথিষ্টির রে মত উভে।

লঘুরায় নৃপমনি, কহে ইতি গজবাদ,

পুনঃ পুুচ্ছ ওয়াতের গোচর।

সুথিষ্টির মুথে শুনি, সত্য হস ওয়াতের, পুনর্বাুকে হইল অরু।

ধনি ধরি বামকরে, কামে ওয়াতে উক্তচেয়ে, লোঁহে ভিজে অঙ্ঘের দূরুল।

পুনরের পুুকেতে ওয়াতে, হইলেন অচেন্,

চেতন হারান বিজ্ঞ।

কঠিনলে ধনু রাজি,কামে ওয়াতে হবি দুুুঃ, আঘা পড়ে গুজেতে উপর।

হেনকলে রমপুকতি, বলিলেন পার্থ ঐতি,

দেখ দেখ বীর ধনমূল।

কালসপ্তদশে ওয়াতে, বাটকাটি পুুড় বাণী,

এক কালে বুন্তুর তনু।

তবে পার্থ বীরবর, অত্য মারি দুুুড়ত,

সর্প বলি কাটে ধ্যুঁগণ।

কঠিনলে বিদি ধনু, অস্বীর হইল হৃদ, রথতে পাড়িয়া গেল ওয়াতে।

হেনকলে যুথিষ্টার, রথে পুুড়ে দেখি ওয়াতে, জরুর লেো হইল সহার।

মন ধায় মৃগপতি, ভেন ধায় হানপতি,

উচ্চ সিয়া রথের উপর।

কাটিল ওয়াতের শির, দেখে যত বুকুরুবই,

হাহাকার করে সর্বজন।
দৌলতবীর দেওয়ানের পুনরায় অবিনাশ রস্মীবাদ
কর্ণ রথে আইন তখন।
দৌলতবীরের নির্দেশ দেখিয়া, দুর্যোধন হইয়া ছুঁড়ি, বিলাপ করিয়া বহ্নিত।
হাহাকার শব্দ করিয়া, কণ্ডে কুরু অধিকারী, পশ্চিমের ধ্বনিও উপর।
বন্ধ বিরচিত গাথা, অপূর্ব ভারত কথা, অবগেতে কলুকুনাশন।
কষ্ট বহু হাম দান, নন ইহার সমান, মুক্তি হয় শুনে সেই জন।
গোবিন্দের গুণকর্ম, অবগে বাড়ায় ধর্ম, ইহা বিনা স্বত্র নাই আর।
কন্তুপদ কোকনল, ভক্তুগণ সিন্ধুপদ, অভিলেহ আপন সংহার।
মনরাজে অতিরিক্ত, দৈত্যগণে ক্ষয় করিয়া, পাতাকির পরিত্যাগ হেতু।
এ দৌলতবীরের মাক্তু করিয়া দেবরাজে, নিঃখ নামে বাক্সি মিলা সেতু।
অভ্য চরণে মম, ভক্তি রচন তিবিক্রম, এই মন্ত্র করি নিবেদন।
সংসারসাহ ঘোষে, উদাসীন করিয়া মোআ, কাশীরাম দাস বিচলন।

---

যুদ্ধ বধে অশ্বমার প্রতিজ্ঞ।

মুনি বলে শুন জামেজ নূপবর।
দৌলতবীর পবি গেল সংক্রাম ভিতর।
দুর্যোধন রাজা কান্দে করিয়া হাহাকার।
ভেদমেধে মহাশাম ক্রমবাদ অপার।
দৃষ্টধান কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কন্তুপদ কন্তুরপদ করিয়া তারাণ।
মন ওরকে শুন সংহারিল রণ।
ক তাড়িতে কে মারিবে পাপুপুত্রগণ।
পিতামহ বীর ছিল সুফন দুর্যোধন।
হাহাকার পাপুগণ করিল সংহর।
গান বিরক্তে ভূগোল নহে বিশৃ।
ন পিতামহে মারে ধনং বীর।
ঋকের মহিমা বর্ণন।

গোবিন্দ চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ, রচিলাম দ্বাপরবর্ষ পূঁথি।
স্বষ্টি কৈল বাস মুনি, অমৃত সমান জানি, অর্জন নাশয়ে অধ্যগতি প্র
গোবিন্দের লিলাময়, যাহাতে সঞ্চার বশ, স্বলভবনে এই মাত্র সার।
ভজন সাধু অনুক্ষণ, নিবিড় করিয়া মন, নাহি ভয় হয় সমস্তার।
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরূপম, পদ নথ যেন দশ বিধি।
রক্তসাত্ত্ব জিনি পদ, ভূবনে অকূল পদ, প্রমোদে রুষ্টি করে মধু।
চন্দ্রচতুর্জ পিতামহ, বনমালা মনোহর, কোষ্ঠত:শোভিত বঙ্গদেশ।
মুঢ়ত কুলগুলো পাঠ, দীপ্তি দন্তকর আভা, বিচিত্র আসন নাগ শেষ।

কীর্তনসাগর জলে, নিদরা কুঠ যান ছলে, নাভিপদে স্বর্ণ করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি স্বস্তি, করেন পূর্ণ সুষ্ঠী, রহস্যার করিয়া স্বর্গী কর্তা।
মুখচন্দ্র দিউর দীঘো, ত্রিভুবন হৈল তৃষ্ণ, চন্দ্রগুলো তুনে একাশ।
ফ্রিতি বার অন্তরিক্ষে, শূন্যতের ছুই পাকে, নিজ পুণ্যেতে নাশ নাশ।
নানারূপ মুখ্য ধরি, বিস্মায়া স্বষ্টি করি, মোহিত করেন সর্বজন।
নায়কে আচর হয়, নানারূপ রূপণ পায়, যায় লোক যেমন সদন।
গোবিন্দ সেবক যেই, সর্বত্র বিজয়া দাই, নাহি তার শমনের তোম।
নিজ রথ আরোহণ, পাঠাইয়া ভ্রমণে, লঘু যান আপন আলো।
অনুক্ষণ ধায় করি, একমনে ভবি ধরি, রচিলেন ভারত আখ্যান।
দ্বাপরবর্ষ মহাসাগর, স্নিতে কলো মাত, কাশীরাম কৈল সমাপন।

দ্বাপরবর্ষ সমাপ্ত।